NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

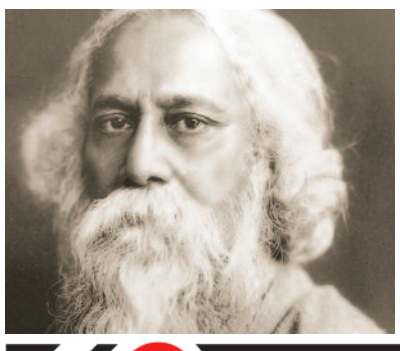

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের ধারণা এবং বর্তমান পরিসরে তার প্রাসঙ্গিকতা

মমতার সভামঞ্চে উঠতে না দেওয়ায় তোপ অপরূপা পোদ্দারের ৬

কলকাতা ৯ মে ২০২৪ ২৬ বৈশাখ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.5.2024, Vol.17, Issue No. 326, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

‘জনতার দরবারে’ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ রাজভবনের। ‘সচ কে সমনে’ নামে এক উদ্যোগে সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে ‘জনতার দরবারে’ রাজ্যপাল। তার ফলে রাজ্যের যে কেউ চাইলে রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে পারবেন। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে পারবেন না। বুধবার বিকেলে রাজভবনে অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে এমনই বিবৃতি জারি করা হয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে নজির গড়েছে বাংলা

প্রশংসায় নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবাধ ও শান্তিপূর্ণ লোকসভা ভোট আয়োজন করে নজির তৈরি করল বাংলা। ভোটদানের হারের নিরিখেও সারা দেশের মধ্যে এগিয়ে রয়েছে এরাজ্যই। গণতন্ত্রের উৎসবের এই সাফল্য নির্বাচন কমশিনেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে। এপর্যন্ত তিন দফায় রাজ্যে ১০ লোকসভা আসনে ভোট নেওয়া হয়েছে। এই তিন পর্বে ভোট হয়েছে কোন হিংসা বা রক্তপাত ছাড়াই। ভোট দানের হারও সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে এ রাজ্য। যা নিয়ে সন্তুষ্ট নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের ৩ দফা নির্বাচন সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। নির্বাচন কমিশন এজন্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ডক্টর আরিজ আফতাবের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। বাকি দফাগুলিতে আরও ভাল ভোট করতে হবে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে জানিয়েছে কমিশন। আগামী ১৩ মে অনুষ্ঠেয় চতুর্থ দফার ভোট-এর প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা নিয়ে এদিন রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সেখানেই এপর্যন্ত রাজ্যের ভোট পরিচালনার প্রশংসা করেছেন কমিশনের কর্তারা। ওই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রগুলির জেলাশাস শাসক এবং পুলিশ সুপারের উপস্থিত ছিলেন। বিগত তিন দফার নজিদকে সামনে রেখে পরবর্তী দফাগুলিতেও যাতে উৎসবের মেজাজেই ভোট হয় তা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।

৫ম স্থানাধিকারী স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের শৌনক কর।

উচ্চ মাধ্যমিকেও মেধাতালিকায় কলকাতাকে টেক্কা দিল জেলা

প্রথম দশে ১৫ জেলার ৫৮ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিকের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি উচ্চ মাধ্যমিকেও। মেধাতালিকায় কলকাতাকে টেক্কা জেলার। এবারের প্রথম দশে ১৫ জেলা থেকে রয়েছেন মোট ৫৮ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৩৫ এবং ছাত্রী ২৩ জন। ১৩ জনই হুগলির। প্রথম দশে বাঁকুড়ার ৯ জন। চতুর্থ স্থানে কলকাতা। মেধাতালিকায় কলকাতার ৫ জন। পঞ্চম স্থানে পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের ছাত্র অভীক দাশ। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। তিনি পেয়েছেন ৯৯.২ শতাংশ নম্বর। ৪৯৫ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৌম্যদীপ সাহা। তৃতীয় হয়েছেন মালদহের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র অভিষেক গুপ্ত। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬৯ দিনের মাথায় আজ ফলপ্রকাশ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, পাশের হার ৯০ শতাংশ। গত বছর এই হার ছিল ৮৯.২৫ শতাংশ। পাশের হারে শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। তারপর রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। কলকাতা রয়েছে পাঁচ নম্বরে। বেলা ৩টে থেকে ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশিত হয়েছে। ১০ই মে সকাল ১০টা থেকে স্কুলে গিয়ে মার্কশিট সংগ্রহ করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হয়েছিল ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হয় ২৯শে ফেব্রুয়ারি। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩২৪ জন। আগামী বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হবে ৩রা মার্চ থেকে। চলবে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত।

গায়ের রং নিয়ে মন্তব্য সহ্য করবে না দেশবাসী

পিত্রোদার মন্তব্য নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণে মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ মে: কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ স্যাম পিত্রোদার মন্তব্যকে হাতিয়ার করে এ বার রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদি। তেলঙ্গানার ওয়ারঙ্গলে বিজেপির ভোটপ্রচারে গিয়ে বুধবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কংগ্রেসের শাহজাদার পরামর্শদাতা গাত্রবর্ণ তুলে ভারতবাসীকে আক্রমণ করেছেন। আমি ক্রুদ্ধ। আমাকে আপনারা অনেক কটু কথা বলেছেন। আমি কিছু মনে করিনি। কিন্তু আমার দেশের মানুষকে আক্রমণ করলে সহ্য করব না।’

এর পরেই প্রধানমন্ত্রীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, ‘গায়ের রং যা-ই হোক না কেন, আমরা সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুজো করি।’ কংগ্রেসও বুধবার আমেরিকা নিবাসী স্যামের মন্তব্যের দায় ঝেড়ে ফেলেছে। এআইসিসি মুখপাত্র তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ বলেন, ‘ভারতের জাতিগত বৈচিত্রের কথা বোঝাতে গিয়ে স্যাম পিত্রোদা যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কংগ্রেস তাঁর ওই মন্তব্য থেকে দূরত্ব রাখছে।’

একটি বিদেশি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্যাম মঙ্গলবার ভারতীয় বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, ‘দক্ষিণ ভারতের মানুষের সঙ্গে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর মিল রয়েছে। পশ্চিম ভারতীয়দের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে আরবীয়দের। পূর্ব ভারতের মানুষের চেহারার ধাঁচ কিছুটা চিনাদের মতো। কিন্তু এমন প্রভেদ সত্ত্বেও গত ৭৫ বছর ধরে আমরা সুন্দর পরিবেশে মিলেমিশে রয়েছি। তেমন কোনও জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি হয়নি।’ ওই মন্তব্যের পর থেকেই তাঁকে নিশানা করেছে বিজেপি। পাশাপাশি গান্ধি-নেহরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্যামের প্রসঙ্গ টেনে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ টেনে নিশানা করা হচ্ছে কংগ্রেসকেও। প্রসঙ্গত, অতীতে ভারতীয় সংবিধান রচনায় জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা এবং ১৯৮৪-র শিখবিরোধী দাঙ্গা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ রয়েছে স্যামের বিরুদ্ধে।

বাজার থেকে কোভিশিল্ড তুলে নিচ্ছে অ্যাস্ট্রাজেনেকা

ওয়াশিংটন, ৮ মে: ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা নিয়ে বিশ্বজুড়ে তৈরি হয়েছিল আতঙ্কের পরিবেশ। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই এবার জানা যাচ্ছে, এই সংস্থার তৈরি সমস্ত কোভিড টিকা বাজার থেকে তুলে নিচ্ছে তারা। এই তালিকায় রয়েছে ভারতের কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনও।

সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফের তরফে দাবি করা হয়েছে, গোটা বিশ্বের বাজার থেকে অ্যাস্ট্রাজেনেকা তৈরি ‘ভ্যাক্সজেভরিয়া’, কোভিশিল্ড-সহ অন্যান্য আরও যা করোনা টিকা রয়েছে, তা তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। যদিও সম্প্রতি করোনা টিকায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা স্বীকার করলেও বাজার থেকে টিকা তুলে নেওয়ার পিছনে অন্য কারণ দেখানো হয়েছে অ্যাস্ট্রাজেনেকার তরফে। সংস্থার দাবি, বিশ্ব বাজারে বর্তমানে এর চাহিদা কমে যাওয়ায় সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক কারণে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে এই টিকা। এর সঙ্গে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। সূত্রের খবর, বাজার থেকে টিকা তুলে নেওয়ার জন্য গত ৫ মে আবেদন জানিয়েছিল অ্যাস্ট্রাজেনেকা। এর পর ৭ মে থেকে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার ইউরোপে কোভিড টিকার বাজার অনুমোদনও প্রত্যাহার করা হয়েছে অ্যাস্ট্রাজেনেকার তরফে।

সম্প্রতি ব্রিটেনের আদালতে এই ওষুধের ভয়াবহতার কথা ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাস্ট্রাজেনেকা। এর পরই শোরগোল শুরু হয় বিশ্বজুড়ে। আদালতে রিপোর্ট পেশ করে সংস্থা জানায়, ‘অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকার কারণে টিটিএস-এর মতো বিরল রোগ হতে পারে। তবে টিকা না নিলেও থ্রম্বোসিস উইথ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া সিনড্রোমের ঘটনা ঘটতে পারে। কী কারণে এমনটা ঘটছে সে বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের বিবেচনার দাবি রাখে।’ যদিও সংস্থা এটাও জানায়, এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার হার অত্যন্ত কম। সার্বিক ভাবে এই টিকা নিরাপদ এবং কার্যকর।

জানা যাচ্ছে, এই বিরল রোগে শরীরের নানা জায়গায় রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। কমে যেতে পারে রক্তে প্লেটলেটের মাত্রা। প্লেটলেটস হল ছোট থোট কোষ যা রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। রক্তে প্লেটলেটের মাত্রা কমলে, তা শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। এর ফলে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, পেটে যন্ত্রণা, পা ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, ফিট হওয়া বা জ্ঞান হারানো, ভাবনাচিন্তা করতে সমস্যা হতে পারে।

রচনার সমর্থনে হুগলির সভা থেকে মা ও বোনেদের সম্মান রক্ষার্থে বার্তা মমতার

বনস্পতি দে ● হুগলি

হুগলির বলাগড়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বুধবার বিকালে জনসভা করেন। তিনি জানান, বলাগড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ আছে। তাই সামাল দিতে বলাগড়কে বেছে নিলেন জনসভা করার জন্য। বুধবার সব নেতাকেই দেখা গেল এই জনসভায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন যে ফতোয়া দিয়েছে যার কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু আমি বাড়ি ফেরার পথে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করব।’ তিনি বলেন, ‘লকেট সবার গলায় আছে এটা ভালোভাবেই বলছি। লকেট কে হারাতে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাকে বেশিরভাগ সময় জনগণের পাশে দেখা যায়নি। আমি সাধারণ মানুষের জন্য অনেক উন্নয়ন করেছি। আরামবাগ, বিষ্ণুপুর রেললাইন করে দিয়েছি, রাজ্য সড়ক লেন বাড়িয়ে দিয়েছি। সিঙ্গুরে জমিতে এবার ফসল ফলবে। অনেক উন্নয়ন করেছি তারকেশ্বরে গ্রিন ইউনিভার্সিটি করেছি, বলাগড়ে অনেক কিছু তৈরি হয়, নারকেল থেকে রস বার করে চিনি তৈরি হয়। সবুজ দ্বীপ প্রকল্প করেছি, জল প্রকল্প করেছি, সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, লদীর ভান্ডার-সহ অনেক উন্নয়ন করেছি। বিজেপি একটা চোর। সন্দেশখালি নিয়ে খুব বড় বড় কথা বলছিল। এবার নিজেরা দেখুক। ১০০ দিনের টাকা দেয় না। ওদের আবার বড় বড় কথা। সেই টাকা আমরা দিয়েছি, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে সাধারণ মানুষকে আমরা সেই টাকা মিটিয়ে দেবো। রেশনে বিনা পয়সায় চাল, গম দিচ্ছি। ওরা বলছে ওরা দিচ্ছে। একদম মিথ্যা কথা।’

‘দুটো থাপ্পড় মেরে তাড়িয়ে দিতে পারি’

আরামবাগ লোকসভা নির্বাচনের প্রচার সভা থেকেই এবার দলের উদ্দেশে বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী মিতালী বাগের সমর্থনে প্রচারে গিয়েছিলেন মমতা। কিছুদিন আগেই মিতালী বাগের গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছিল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার কথা টেনে মমতা বিজেপিকে বিঁধে মমতা বলেন, ‘বিজেপির হার্মাদদের এটাই কাজ। আমি তাই বলছি, শান্তি চান? নাকি রক্তারক্তি চান?’ এরপর বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের তুলনা টেনে মমতা এটাও বলে দিলেন, ‘আমাদের কেউ বদমায়েশি করলে, যদি মানুষের উপর অত্যাচার করে, আমি ডেকে তাদের দুটো থাপ্পড় মেরে তাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু বিজেপি সেটা করবে না।’

বিস্তারিত জেলার পাতায়

এর পাশাপাশি এদিনও এনআরসি নিয়েও মন্তব্য করতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, ‘কোনোমতে এনআরসি করতে দেবো না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকবেন। আপনাদের পাশে আছি, ওরা ভয় পেয়েছে ভীষণ। ওরা অনেক গালাগালি করবে। ওরা ২৫ হাজার চাকরি খেয়েছে। আমি খুব চিন্তায় ছিলাম। গতকাল খবরটা পাওয়ার পর মনটা খুব ভালো লাগলো। ওরা একটা চাকরি দেয়নি, আবার বড় বড় কথা।’ সন্দেশখালি নিয়ে অনেক অপপ্রচার হয়েছে। আমরা যতক্ষণ আছি, সর্বশক্তি দিয়ে মা-বোনেদের রক্ষা করবো বলেও জানান তিনি।

পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির হাতিয়ার রামমন্দির ইস্যু

শুভাশিস বিশ্বাস

বর্ধমান পূর্বে তৃণমূলের দু’বারের সাংসদ সুনীল মণ্ডলকে প্রার্থী হিসেবে পছন্দ করছিলেন না পূর্ব বর্ধমানেরই তৃণমূলের একাংশ। সেই কারণেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই পূর্ব বর্ধমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সেকন্ড-ইন -কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্থানীয় নেতাদের এই অংশ আর্জি জানিয়েছিলেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নতুন কাউকে প্রার্থী করার। প্রত্যুত্তরে অভিষেককে বার্তা দিতে শোনা গিয়েছিল, ‘কোনও বেনোজল দলে ঢুকবে না। যাঁদের জনসংযোগ রয়েছে তাঁরাই দলে গুরুত্ব পাবেন।’ তখন থেকেই এই কেন্দ্রে প্রার্থী বদলের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। এরপর সবাইকে চমকে দিয়েই ১০ ফেব্রুয়ারির তৃণমূলের ব্রিগেডে ‘জনগর্জন’ সভা থেকে জানানো হয়, ২০২৪-এ দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুনীল মণ্ডলকে প্রার্থী না করে টিকিট দেওয়া হচ্ছে মনরোগ চিকিৎসক শর্মিলা সরকারকে। রাজনীতিতে নতুন মুখ শর্মিলা সরকারকে প্রার্থী করার বড় কারণ, এই এলাকায় চিকিৎসক হিসেবে তিনি বেশ জনপ্রিয়। বাড়ি কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ গ্রামে হলেও কলকাতার দমদমেও রয়েছে তাঁর একটি ফ্ল্যাট। সেদিক থেকে কলকাতার বাসিন্দাও বলাও যায় তাঁকে। এদিকে সূত্রে খবর, তাঁর পরিবারের সদস্য পঞ্চায়েত প্রধান হলেও শর্মিলাদেবী নিজে কোনওদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে চিকিৎসক হিসেবে এই শর্মিলা সরকারের কাছে আসেন অনেকেই। এই তালিকায় রয়েছে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বেচারাম মান্নার প্রভাবশালী নেতারাও। পেশার সূত্রেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। এরপরই তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া নিয়ে শর্মিলা সরকারের সঙ্গে কথাও হয় রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের। অতঃপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ২০২৪-এ পূর্ব বর্ধমান থেকে তৃণমূলের হয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামছেন সাধারণ মানুষের কাছে ঘরের মেয়ে শর্মিলাই। জনান্তিকে বলে রাখা ভাল, শর্মিলাদেবীর জনপ্রিয়তা এমনই স্তরে যে, ইতিমধ্যেই অনেকেই যেচে তাঁকে জানিয়েছেন, তাঁদের ভোট পড়বে তাঁর পক্ষেই। শুধু তাই নয়, কান পাতলে এও শোনা যাচ্ছে, শর্মিলা সরকারের মতো স্বচ্ছ ভাবমূর্তির একজনকে প্রার্থী করায় নাকি চাপে পড়ে গিয়েছেন বিরোধীরা। উল্টোদিকে বামেদের মুখ নীবর খাঁ। আর বিজেপির প্রার্থী গায়ক-বিধায়ক অসীম সরকার। সংসদীয় রাজনীতিতে একেবারেই নবাগত। একমাত্র বিধানসভার অভিজ্ঞতা রয়েছে অসীম সরকারের ঝুলিতে। তবে বঙ্গ রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে এক বর্ণময় চরিত্র হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। গেরুয়া শিবিরের নেতানেত্রীদের গলায় যেখানে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে অকথা-কুকথা, সেখানে হরিণঘাটার বিধায়ক বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কীর্তনকে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, অসীমবাবু নিজে একজন কবিয়ালও। কীর্তন শিল্পী হিসেবে খ্যাত। এবার লোকসভার লড়াইয়ে নেমেও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নতুন গানও বেঁধে ফেলেছেন। তাঁর এই প্রতিভা আর সারল্যই বড় অস্ত্র হতে চলেছে দিল্লি যাওয়ার লড়াইয়ে।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

তৃতীয় দফায় রাজ্যের ৪ কেন্দ্রে ভোটের চূড়ান্ত হার জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম ও দ্বিতীয় দফার মতো রাজ্যে তৃতীয় দফাতেও নিম্নমুখী ভোটের হার। এই দফায় ৪ আসনে গড়ে ভোট পড়ল ৭৭.৫৩ শতাংশ। যা ২০১৯ সালের তুলনায় প্রায় ৪ শতাংশ কম। ২০১৯-এ এই চার কেন্দ্রে ভোটের হার ছিল ৮১.৬২ শতাংশ। বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের তরফে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের হিসাব বলছে, চার কেন্দ্রেই ভোটের হার ২০১৯ সালের তুলনায় মোটের উপর ৩-৪ শতাংশ কমেছে। বুধবার কমিশনের তরফে দেওয়া চূড়ান্ত তথ্য অনুযায়ী, মালদহ উত্তরে ভোট পড়েছে ৭৬.০৩ শতাংশ। মালদহ দক্ষিণে ৭৬.৬৯ শতাংশ, জঙ্গিপুরে ৭৫.৭২ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদে ৮১.৫২ শতাংশ ভোট

পড়েছে। যদিও মুর্শিদাবাদের ভোটের হার এখনও চূড়ান্ত নয়। এই ভোটের হার বাড়তে পারে। ২০১৯ সালে ২০১৯ সালে মালদহ উত্তরে ৮০.২৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল। অর্থাৎ এই কেন্দ্রে এবার ভোটের হার কমেছে প্রায় ৪ শতাংশ। মালদহ দক্ষিণে ২০১৯ সালে ভোট পড়েছিল ৮১.০৬ শতাংশ। এই কেন্দ্রেও এবার আগেরবারের থেকে ৪ শতাংশ কম ভোট পড়েছে। একই ছবি জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদে। জঙ্গিপুরে ২০১৯ সালে ৮০.৭২ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদে ২০১৯ সালে ৮৪.২৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এবারে বাংলায় ভোট অনেকটাই হয়েছে সুষ্ঠু ও হিংসামুক্ত। তা সত্ত্বেও ভোটের হার কমল কেন তা নিয়ে অঙ্ক কষছে রাজনৈতিক দলগুলি। ‘ভোট বিজ্ঞানী’রা বলেন, কম ভোট পড়া ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে শুভ ইঙ্গিত। তবে, বাংলার ক্ষেত্রে সেটা কেন্দ্রের শাসকদলের জন্য না রাজ্যের শাসকদলের জন্য, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অনেকে অবশ্য সার্বিকভাবে ভোটদানের হার কমার জন্য হাতেগরম কোনও ইস্যু না থাকাকে দায়ী করছেন। কেউ কেউ আবার দায়ী করছেন প্রবল গরমকে।

রাজ্য পণ্য পরিষেবা কর আদায়ে নতুন রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পণ্য পরিষেবা কর বা এসজিএসটি আদায়ের নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। এপ্রিল মাসে রাজ্য থেকে এসজিএসটি আদায় হয়েছে ৪ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকা। যা গত বছরের এপ্রিলের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি। ২০২৩-এর এপ্রিলে এসজিএসটি আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। রাজ্যের অর্থ দপ্তর সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে। এসজিএসটি ও সিজিএসটি মিলিয়ে গত এপ্রিলে রাজ্যে মোট ৭ হাজার ২৯৩ কোটি পণ্য পরিষেবা কর আদায় হয়েছে। যা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। ২০২৩- ২৪ অর্থ বছরে রাজ্যে মোট জিএসটি আদায় ৩০০০ কোটি টাকা বেড়েছে।

উল্লেখ্য, ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলোকে পিছনে ফেলে এপ্রিল মাসে রাজ্যে কেন্দ্রীয় পণ্য পরিষেবা কর সিজিএসটি আদায়ের হার নতুন রেকর্ড স্পর্শ করেছে। যা গত বছরের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। এপ্রিল মাসে রাজ্য থেকে জিএসটি আদায় হয়েছে ৭,২৯৩ কোটি টাকা। গত বছরের এপ্রিলে এই সংগ্রহ ছিল ৬,৪৪৭ টাকা।

এক মাসের জিএসটি আদায়ের ক্ষেত্রে যা নতুন রেকর্ড। মানুষের হাতে যথেষ্ট নগদের যোগান নিশ্চিত হওয়া ও ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার ফলেই জিসটি আদায়ের হারে এই লক্ষ্যণীয় বৃদ্ধি বলে মনে করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে রের্কর্ড জিএসটি আদায় হয়েছে দেশজুড়ে। তবে কর আদায়ের হারে বিজেপি শাসিত ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলোকে বহু পিছনে ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

প্রশাসনিক মহলের ব্যাখ্যা, রাজ্য প্রকল্পগুলির হাত ধরে মানুষের হাতে যথেষ্ট নগদের জোগান নিশ্চিত হয়েছে, যা মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনেকটাই বাড়াতে সাহায্য করেছে। এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলেই রাজ্যে জিএসটি আদায় আদায় বেড়েছে। গতবছরের এপ্রিলের সঙ্গে এবারের জিএসটি আদায় তুলনা করলে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক কম বৃদ্ধি হয়েছে মধ্যপ্রদেশসহ একাধিক 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যে। মধ্যপ্রদেশে জিএসটি আদায় বেড়েছে ১১ শতাংশ। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রেও জিএসটি বেড়েছে ১৩ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডে জিএসটি বেড়েছে মাত্র ৩ শতাংশ। কেরল ও কর্নাটকে ৯ শতাংশ করে বেড়েছে পণ্য ও পরিষেবা কর। তামিলনাড়ু ও তেলঙ্গানায় কর আদায় বেড়েছে যথাক্রমে মাত্র ৬ ও ১১ শতাংশ হারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ মাসে দেশের জিএসটি আদায় সর্বকালের মধ্যে বেশি হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির আদায় আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল।

গরমের বা পুজোর ছুটিতেও এবার সরকারি স্কুলে চলবে অনলাইন ক্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটিতেও এবার সরকারি স্কুলে চলবে অনলাইন ক্লাস। ছুটির সময় অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে হবে নির্দেশ দিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তবে এই নিয়ম শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মঙ্গলবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে দেওয়া বার্ষিক কর্মসূচি তালিকায় এমনটাই উল্লেখ করা হল।

ইতিমধ্যেই শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির বার্ষিক কর্মসূচির সবিস্তার সংখ্যা অনেক বেশি। সেমেস্টার পদ্ধতিতে প্রথম পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর মাসে। সময়ের মধ্যে পাঠ্যক্রম শেষ না হলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেবে কী করে? তাই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অনলাইন ক্লাস নিতে বলা হয়েছে স্কুলগুলিকে।

এ বছর থেকে চালু হচ্ছে সেমেস্টার পদ্ধতি। ১০০ ঘণ্টা প্রথম সেমেস্টারের জন্য, দ্বিতীয় সেমেস্টারের জন্য ৮০ ঘণ্টা দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলিকে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয় ভিত্তিক ১৮০ ঘণ্টা করে 'কন্টাক্ট আওয়ার' ধার্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও ২০ ঘণ্টা দেওয়া হয়েছে হোম অ্যাসাইনমেন্ট, টিউটোরিয়াল

তালিকা পাঠানো হয়ে গিয়েছে। আর সেখানেই 'টিচিং লার্নিং-এর' উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তাই স্কুল ছুটির সময়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাশ নিতে হবে বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এতে জোর জবরদস্তি বা বাধ্যতামূলক কিছু নেই, স্কুলগুলি চাইলে এই ক্লাস করাতে পারে। এই প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মাধ্যমিকের তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে বিষয় এবং রেমেডিয়াল ক্লাসের জন্যে। তবে স্কুলগুলির জন্য এই নিয়ম বাধ্যতামূলক নয়। দুর্গাপুজো শেষে লক্ষ্মী পুজো থেকে কালীপুজোর পর্যন্ত ছুটিতে অনলাইনে ক্লাস করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সেমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে, তাই সময়ের মধ্যে ক্লাস শেষ করতে গেলে অনলাইনে ক্লাস করানো যথেষ্ট উপকার করবে ছাত্র-ছাত্রীদের। এমন ভাবনাচিন্তা নিয়েই এমনটাই ঘোষণা করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

বিজেপির হাতিয়ার রাম মন্দির ইস্যু

প্রথম পাতার পর...

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা জানাচ্ছেন, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচন, পুরভোট ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরিখে পাল্লা ভারী তৃণমূলেরই। এই লোকসভার অধীনে চারটি পুরসভা কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা ও মেমারি বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রায়না-১ ও ২, জামালপুর, মেমারি-১ ও মেমারি-২ এর একাংশ, কালনা-১ ও ২, পূর্বস্থলী-১ ও ২ এবং কাটোয়া-১ ও ২ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা। সবগুলি পঞ্চায়েত সমিতিও তৃণমূলের দখলে। গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনে রায়না-১ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র একটি বামেরা দখল করেছে। বাকিগুলি তৃণমূলের। রায়না-২ পঞ্চায়েত সমিতির ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের। জামালপুরের ১৩টির মধ্যে ১৩টি, মেমারি-১ এর ১০টির মধ্যে ১০টি, কালনা-১ এর ৯টির মধ্যে ৯টি, কালনা-২ এর ৮টির মধ্যে ৮টি, পূর্পস্থলী-১ এর ৭টির মধ্যে ৭টি, কাটোয়া-১ এর ৯টির মধ্যে ৯ টি, কাটোয়া-২ এর ৭টির মধ্যে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতই তৃণমূলের দখলে রয়েছে। পূর্বস্থলী-২ ব্লকের ১০ টির মধ্যে ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে।

৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে বিজেপি। এই লোকসভা কেন্দ্রের একাংশে পদ্মশিবির শক্ত ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা চালালেও সভাবে সফল হয়নি। কারণ, পূর্ব বর্ধমানে পদ্মশিবিরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এক পুরনো কিসসা। যার জের পড়েছে বুথ স্তরে। দুর্বল সংগঠনের কারণে অতীতে একের পর এক ভোটে বিপর্যয়ের মুখেও পড়তে দেখা গিয়েছে তাঁদের। ২০২৪-এ এসেও ছবিটা বিশেষ কিছু বদলায়নি। বিজেপির অন্দর মহলের খবর, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সিংহ ভাগ বুথেই এখনও কমিটি গড়া যায়নি।

তবে একইসঙ্গে তাঁরা এও জানিয়েছেন, রামমন্দির উদ্বোধনের পর ছবি বদলেছে বর্ধমান পূর্বের। পালে হাওয়া লেগেছে বিজেপির। এর পাশাপাশি 'গ্রাম চলো' অভিযানেও বুথ স্তরে ভালোই সাড়া মিলেছে বলেও দাবি করছেন পূর্ব বর্ধমানের বিজেপি নেতৃত্ব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাসকদলের একের পর এক দুর্নীতি আর সন্দেশখালির ঘটনা। যা আম-জনতার চোখ খুলে দিয়েছে। আর সেই কারণে এবার সাধারণ মানুষ তৃণমূলের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চান বলেই দাবি বর্ধমান পূর্বের বিজেপি নেতৃত্বের। ফলে বুথ স্তরে শক্তপোক্ত সংগঠন না থাকলেও এই হাওয়াই জিতিয়ে দিতে পারে তাঁদের এমনই আশাতে বুক বাঁধছেন তাঁরা।

বাঁকড়া গুলি কাণ্ডে ধৃত এক, আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বাঁকড়ায় পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় হাওড়া সিটি পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক দুষ্কৃতী। ধৃতের নাম এসকে সাজিদ।

২ মে হাওড়ার বাঁকড়া তিন নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত প্রধানের অফিসে মুখ ঢেকে ঢুকে তিন দুষ্কৃতী গুলি চালায়। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জাকির হোসেন মণ্ডল সহ পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। সরাসরি গুলি না লাগলেও এই ঘটনায় পঞ্চায়েত প্রধানের বাবা-সহ মোট দু'জন জখম হয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধান টুকটুকি শেখকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়। প্রাণ বাঁচাতে টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়েন টুকটুকি। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

এরপর ঘটনাস্থল থেকে দুষ্কৃতীরা পালায়। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। হাওড়ার ডোমজুর থানার আধিকারিকরা জানতে পারেন এসকে সাজিদ, আশু বোস লেনের সঞ্জয় সিং, বালিয়া, ইউপি, ও যশবন্ত সিং এবং আরও কিছু অপরাধীর সঙ্গে পুরো অপরাধের পরিকল্পনা করেছিল। নির্দিষ্ট তথ্য ও সূত্র মারফৎ জেনে সব অপরাধীকে ধরতে দল গঠন করা হয়। তদন্তকারী আধিকারিকরা হাওড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অনেক জায়গায় অভিযান চালায়। এরপরই বেঙ্গালুরু থেকে এসকে সাজিদকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার পরই বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত শেখ সাজিদ ছিল বেপাত্তা। হাওড়া ও ভিনরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ শেখ সাজিদ-সহ গ্রেপ্তার করেছে সঞ্জয় সিং, জশবন্ত সিং ও মহম্মদ চাঁদকে।

রবীন্দ্র সদন এবং গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশনে যথাযথভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করল মেট্রো রেলওয়ে। স্টেশন কর্মীরা গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মালা দিয়ে কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্র সদনেও রবীন্দ্রনাথের ফটো গ্যালারি ফুলে সাজানো হয়।

নির্মীয়মাণ ভিক্টোরিয়া স্টেশন পরিদর্শন মেট্রোর জিএম-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রোর সম্প্রসারণে ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশন নির্মাণ হচ্ছে। এটি পার্পল লাইনের অংশ হতে চলেছে। বুধবার নির্মীয়মাণ ভিক্টোরিয়া স্টেশন ঘুরে দেখলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। স্টেশন পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ভি কে শ্রীবাস্তব, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের প্রিন্সিপাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অমিত রায়-সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

উদয়কুমার রেড্ডি কাস্টিং ইয়ার্ড থেকে আজকের পরিদর্শন শুরু করেছেন। এই ইয়ার্ডে, শ্রী রেড্ডি কোয়ালিটি ল্যাবরেটরি, কিউরিং ট্যাঙ্ক, কংক্রিট ট্রায়াল রুম ইত্যাদি ঘুরে দেখার পাশাপাশি টানেল অংশের ঢালাইয়ের কাজ শুরু করার জন্য পুজোতেও অংশ নেন। এদিন রাত থেকে এই স্টেশনের ডি-ওয়ালের ঢালাইয়ের কাজ শুরু হবে।

মানচিত্রের ফাঁদে পড়ে পানীয় জল পরিষেবা থেকে বাদ চাকশ্রী কৃষ্ণ গ্রাম

ভোট বয়কটের ডাক বাসিন্দাদের

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: উলুবেড়িয়া পুরসভা ও সাঁকরাইল পঞ্চায়েতের মাঝে ঝুলে রয়েছে চক শ্রী কৃষ্ণ গ্রামের শেখ পারা সহ কয়েকটি পাড়া। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জল তারা পাচ্ছেন না। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি । তাঁরা জানাচ্ছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত ও জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন তাদের গ্রামের কয়টি পাড়া মানচিত্রের বাইরে আছে, যার ফলে এই সমস্যা । পাশেই উলুবেড়িয়া পুরসভা। আশ্চর্যের ব্যাপার সেই পুরসভার মানচিত্রে কয়েক দশক এই গ্রামটি থাকলেও এখন দেখা গিয়েছে সেখান থেকেও বাদ পড়েছে গ্রামটি। ফলে গ্রাম ও পরিষেবা নিয়ে পঞ্চায়েত বা পুরসভা কারও কোনও মাথা ব্যথা নেই। আর পঞ্চায়েত ও পুর এলাকা দু'জায়গা থেকেই বাদ পড়ে ফাঁপড়ে গ্রামের লোকজন। প্রবল গরমে জলকষ্টে ভুগছেন তাঁরা।

গ্রামের বাসিন্দারা বলছেন, রঘুদেববাটি গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে অংশ নিয়ে ছিলেন। বিধানসভার ভোটে অংশ নিয়ে ছিলেন। তাঁদের ক্ষোভ, ভোট নেওয়ার সময় মানচিত্র যখন দেখা হয় না, তখন জলের পরিষেবা দেওয়ার জন্য মানচিত্র দেখ া হচ্ছে কেন? সাঁকরাইল বিধানসভার ভোটার থাকলেও পাশের পুরসভা থেকে জল আনতে অনেকটা দূরে যেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের । এই বিষয়ে ওই এলাকার বাসিন্দা তিনবারের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ মজিজুর রহমান মল্লিক জানান, যে দাবি করা হচ্ছে এটা সত্যি। এর আগে প্রায় ৫০০ জনের রেশন কার্ড নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। এই মানচিত্র নিয়ে অনেক দৌড়াদৌড়ির পর ঠিক হয়েছিল। বর্তমান সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা জানান, এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। সরকারের নজরে আসুক এই গ্রামের মানুষেরা কীভাবে আছেন দেখা দরকার। এই সমস্যা দ্রুত সমাধান না হলে ভোট দেবেন না। সাঁকরাইল থেকেই জনগণনা হলে এই সমস্যা মিটবে আশা করছেন তিনি। যদিও রঘুদেববাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান দিলীপ দে জানান, যতবার জন গণনা হয় উলুবেড়িয়া থেকে হয়। এই জন্যই সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি একবছর আগে জেলাশাসক মুক্তা আর্য কে জানানো হয়েছিল। তিনি বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন। বর্তমানে যে জল আছে সেই জল খাওয়ার উপযুক্ত নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই মে , বৃহস্পতি বার। ২৬ শে বৈশাখ। প্রতিপদ তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস)

নাম-পদবী

আমি Sourav Dey S/o. Lt. Samaresh Dey residing at Natunpara Rukushpur, P.O. Majida, Dist- Purba Bardhaman Pin-713512 আমার জন্ম সার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ পিতার নাম Samar Dey আছে। গত ৩০-০৪-২০২৪ তারিখে 1st Class judicial Magistrate Kalna Court এর Affidavit বলে আমার পিতা Samaresh Dey ও Samar Dey উভয়ে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, মোকাম চন্দননগর, ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২২ সালের ৩৫ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তারীঃ- রেখা চক্রবর্তী স্বামী- রাজু চক্রবর্তী সাকিম- তাতির বাগান, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন কোড নং-৭১২১৩৬।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, জেলা- হুগলী, থানা ও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও মৌজা চন্দননগর জে. এল. নং ১ সীট নং ৬ আর.এস. খতিয়ান নং ৬২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩৬, আর. এস. দাগ নং ৮৭, এল. আর. দাগ নং ৯৩, বাস্তু সম্পত্তির মোট পরিমান ০.০২৮৪ সহস্রাংশ বা ১ এক কাঠা ১২ ছটাক ৮ বর্গফুট সম্পত্তির অন্দরে ৪ ছটাক ২২ বর্গফুট বা .০০৪৬ সহস্রাংশ পরিমান সম্পত্তির মালিক ঁনন্দলাল খাঁড়া, পিতা-ঁ দুলাল খাঁড়া ওরফে ঁদুলাল চন্দ্র খাঁড়া ওরফে ঁদুর্লভ খাড়া সাকিম তাতীর বাগান, পোঃ ও থানা- চন্দননগর জেলা- হুগলী, পিন কোড নং ৭১২১৩৬ মালিক থাকেন। তিনি তাহার জীবদ্দশায় গত ইংরাজী ৩০/১২/২০২০ তারিখে তাহার ভগিনী তথ্য অত্র দরখাস্তকারী এবং তাহার কন্যা পায়েল মজুমদার স্বামী দিব্যেন্দু মজুমদার, সাকিম সোনার সংসার, ব্লক বি, ফ্লাট নং জি ৪,২১০ অঘোর সরনী, পোঃ- রাজপুর, সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কে লিখিত উইলপত্র বা ইচ্ছাপত্র করিয়া যান এবং অত্র দরখাস্তকারীকে উইল প্রবেটের জন্য একজিকিউটর করিয়া যান। সেই মর্মে তিনি অত্র উইল প্রবেট করার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তির প্রতি কোন দাবী দাওয়া থাকে তাহা হইলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তির পরে ৩০ দিনের মধ্যে চন্দননগর আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য জানান। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

শর্মিষ্ঠা নন্দী
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত, হুগলী।

সেরেস্তাদার
সৌমেন ঘোষাল
চন্দননগর ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত। ০২-০৪-২৪

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীস্থিত হুগলী জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া সদর
২০২২ সালের ১৫৪ নং মিস কেস

শ্রীমতী ঝর্ণা রায় ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা-হুগলীস্থিত জেলা জজ আদালতে শ্রীমতী ঝর্ণা রায়, স্বামী- ঁরমেন্দ্র নাথ রায়, সাং- শ্রীরামপুর কলোনী, ওয়ার্ড নং-১, পোঃ মল্লিকপাড়া, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২২০৩ এর বাসিন্দা হুগলী জেলা জজ আদালতে ২০২২ সালের- ১৫৪ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা নিম্ন তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি যাহা নাবালক রাজ রায়, পিতা- ঁ রমেন্দ্র নাথ রায়, সাং- শ্রীরামপুর কলোনী, ওয়ার্ড নং-১, পোঃ- মল্লিকপাড়া, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২২০৩ এর অংশের সম্পত্তি হইতেছে তাহা বিক্রয় করিবার জন্য উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় সকল আগ্রহী ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় কোন ব্যক্তিগণের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বশরীরে অথবা তাহাদের নিযুক্তয়ী উকিলবাবু মারফৎ জ্ঞাত করিবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি এক তরফা শুনানী হইবে।

তপশীল / সমগ্র সম্পত্তি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জেলা-হুগলীস্থিত, থানা- ও সাবরেজিষ্ট্রী শ্রীরামপুরের সামিল, মৌজা- চাঁতরা, জে.এল. নং - ১০ নং -এর আর.এস-৫০৫ নং খতিয়ানের এল.আর-৯৭৯ নং খতিয়ানের, ৮৯৪৬ নং এল.আর দাগের, আর.এস ৫০৫ নং খতিয়ানের আর.এস-৮৩৪৫ নং দাগের শালি সম্পত্তি যাহার পরিমান-০৫ কাঠা ১২ ছটাক ০৩ বর্গফুট। যাহা বৈদ্যবাটি পৌরসভার অধীন সম্পত্তি হইতেছে।

নাবালকের অংশের সম্পত্তি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের, জেলা-হুগলীস্থিত, থানা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস শ্রীরামপুরের সামিল, মৌজা-চাঁতরা, জে.এল. নং- ১০, আর.এস ৫০৫ নং খতিয়ানের-৮৩৪৫ নং আর.এস দাগ, যাহা এল.আর-৯৭৯ নং খতিয়ানের ৮৯৪৬ নং এল.আর দাগের শালি সম্পত্তি যাহার পরিমান- ০৯ ছটাক ০৯ বর্গফুট, যাহা বৈদ্যবাটি পৌরসভার অন্তর্গত লাগ উপরোক্ত/ পূর্বে ব্যক্ত সমগ্র সম্পত্তির অংশ হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
দেবব্রত দাস
উকিলবাবু

আদালতের আদেসানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

"আমার মক্কেল, **শ্রী দেবাশীষ পন্ডা**, পিতা- ঁবেদেন্দু পন্ডা, সাং- ঝাপেটাপুর, পোঃ- খড়্গপুর, থানা- খড়্গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয়কে তাহার ভগিনীদ্বয় **১) শ্রীমতি বলাকা পন্ডা ব্যানার্জী**, স্বামী- শ্রী বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, **২) শ্রীমতি বিশাখা পন্ডা গোস্বামী**, স্বামী- শ্রী সৌমেন গোস্বামী ও মাতা শ্রীমত্যা দীপিকা পন্ডা, স্বামী-ঁবেদেন্দু শেখর পন্ডা গত ইং- ২৪/০৬/২০২১ তারিখে District Sub - Register, Paschim Medinipur office এর IV-23 নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমোক্তানামা দলিল মূলে তাহাদের অত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর (লোকাল) থানার অন্তর্গত মৌজা- মীরপুর, জে.এল. নং- ২৪০, আর.এস. দাগ নং- ৪৫২ ও এল.আর. দাগ নং- ৪৯৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩০৮৩ এবং ৩০৯০ মধ্যে মোট ১২.৭৫ ডেঃ পশি জমি বিক্রয়ের জন্য আমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
বর্তমানে আমার মক্কেলের উপরোক্ত ভগিনীদ্বয়ের অংশগত সর্বমোট ০৮ ডেঃ পশি জমি বর্তমান সরকারি মূল্য মোতাবেক সে শ্রী রাজেশ গোপ, পিতা- ঁভীম গোপ, সাং- সুভাষপল্লী, খড়্গাপুরকে বিক্রয় করিবার মনস্থ করিয়াছে।
উক্ত জমি বিক্রয়ের উপর কাহারও কোন দাবী বা আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জানাবেন, অন্যথায় ভবিষ্যতে কাহারও কোন আপত্তি আইনগত গ্রাহ্য হইবে না।"

Bidyut Kumar Pratihar
Advocate
Judges' Court, Midnapore
Resi.-Kaushallya, Kharagpur
Enrol No-WB/876/1985

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ মে ২০২৪ ২৬ বৈশাখ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

শ্লীলতাহানি নিয়ে অভিযোগের জের

নজিরবিহীন পদক্ষেপ রাজভবনের, ফুটেজ আসতে চলেছে সরাসরি জনতার দরবারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজভবনে খোদ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্থায়ী কর্মীর। স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। শুরু থেকেই এই ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে রাজভবন পুলিশকে ওই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দিচ্ছে না বলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগ করা হচ্ছে। যার জবাবে রাজ্যপাল সেদিনের ভিডিও ফুটেজ জনসমক্ষে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এবার রাজ ভবনের সিসি টিভি ফুটেজ জনতার কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগী হল রাজভবন। 'সচ কে সমনে' নামে এক উদ্যোগে সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে আম জনতার কাছে আসতে চলেছে তিনি। এর ফলে রাজ্যের যে কেউ

চাইলে রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে পারবেন। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে পারবেন না।

বুধবার বিকেলে রাজভবনে অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে এমনই বিবৃতি জারি করা হয়েছে। রাজভবনের তরফে দেওয়া ওই বিবৃতিতে দুটি ই-মেল আইডি দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল adcrajbhavankolkata@gmail.com ও governoréôéwb@nic.in। একটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে তাতে। নম্বরটি হল ০৩৩ ২২০০ ১৬৪১। সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে আগ্রহী যাঁরা তাঁরা এই দুই ই-মেল আইডি অথবা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ প্রথম ১০০ জন আবেদনকারীকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে।

উল্লেখ্য, রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী গত বৃহস্পতিবার অভিযোগ তোলেন রাজ্যপাল তাঁর শ্লীলতাহানি করেন। একবার নয়, দু'বার। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। যদিও অভিযোগ খারিজ করে দেন সি ভি আনন্দ বোস। এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক যোগসাজশ রয়েছে বলেই মনে করছেন তিনি। আর তার পরই রাজভবনের তরফে বিবৃতি জারি করা হয়। এদিকে ভোটের মুখে এ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারেও তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালকে নিশানা করেন তিনি। এই অভিযোগ যখন ওঠে তখন কলকাতাতে ছিলেন না রাজ্যপাল। সোমবার কলকাতায় ফিরেই এর জবাব দেন তিনি। বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দিদিগিরি সহ্য করবেন না। নোংরা রাজনীতি করা হচ্ছে।

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। যদিও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকায় এ বিষয়ে সরাসরি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্ভব নয়। তাই আইনি দিক খতিয়েই পা ফেলছে পুলিশ। জানানো হয়েছে, পুলিশের তরফে কোনও ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হচ্ছে না বরং অভিযোগটাই সঠিকভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, এই বিষয়ে রাজভবন থেকে সিসিটিভি ফুটেজও চেয়ে পাঠানো হয় বলেই খবর।

এই পরিস্থিতিতে রাজভবনের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ জনতার দরবারে তুলে ধরার পদক্ষেপ নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজভবনে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ছয় নিষ্ঠাবান কর্মীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক মহিলা কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চলতি বিতর্কের আবহে রাজভবনে পালিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী। সংবর্ধনা দেওয়া হল রাজভবনের ছয় 'নিষ্ঠাবান' কর্মীকে। যেখানে রাজভবনের এক মহিলা কর্মীই রাজ্যপালকে অভিযুক্ত করছেন, সেখানে 'নিষ্ঠাবান' কর্মীদের পুরস্কারের মধ্যে দিয়ে রাজ্যপাল অন্য কোনও বার্তা দিতে চাইছেন কিনা সে প্রশ্নও উঠছে।

এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস যে ৬ জন কর্মীকে পুরস্কৃত করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজ্যপালের দু'জন এডিসি আছেন। আছেন রাজভবনের এক মালি, কলকাতা রাজভবনের এক কেক মেকার ও রাজ্যপালের ব্যক্তিগত সচিব।

কিছুদিন আগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি অভিযোগ ওঠার পরপর রাজভবন থেকে কর্মীদের স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছিল কলকাতা পুলিশ বা অন্য কারও কাছে রাজভবনের কোনও বিষয় নিয়ে মুখ খোলা যাবে না। এরকম পরিস্থিতিতে রাজভবনের ছ'জন কর্মীকে পুরস্কৃত করার বিষয়টি নিয়ে তরজা শুরু

হয়েছে। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যপাল তা এড়িয়ে যান। বলেন, 'আজকের দিনে রাজনীতি - আইন - সম্মানীয় সাংবিধানিক সহকর্মী সম্বন্ধে কিছু বলব না। আজ শুধুই রবীন্দ্রনাথ।'

উল্লেখ্য, সপ্তাহখানেক আগেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছিলেন এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি সেরে কোচি থেকে তিনি সোমবার রাতে কলকাতা ফিরেছেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে তিনি বরাবরই রাজনীতির বাইরে থাকতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয় দফা ভোট শেষেও 'লোকসভা' পোর্টালে জমা পড়ল না অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার এবার লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে সাত দফায়। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট হয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। এরপর ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, দার্জিলিংয়ে। মঙ্গলবার ছিল তৃতীয় দফা। ভোট হয়েছে মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে।

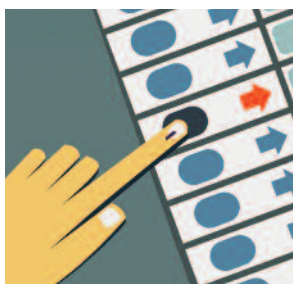

এদিকে পঞ্চায়েত ভোটের সময়ে রাজভবনে পিসরুম খুলেছিলেন রাজ্যপাল। বাদ যায়নি লোকসভা ভোটও, এবার খুললেন পোর্টাল। নাম, 'লোকসভা'। ভোট সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে, logsabha.rajbhavankolkata@gmail.com এই ই-মেল আইডিতে তা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তিন দফায় ভোটের পরে কোনও রাজভবনে অভিযোগ করলেন না কেউ-ই।

এর আগে, রাজভবনে নির্বাচনী পোর্টালের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিল তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদলের দাবি, রাজ্যে কার্যত সমান্তরাল ভোট প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন রাজ্যপাল। হস্তক্ষেপ করেছে কমিশনের কাজেও!

উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দশম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররাই

বিদ্যালয়ের পরিবেশ সাফল্যের কারণ, বলছেন কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। প্রতিবছরের মতো এবারও মেধা তালিকায় স্থান করে নিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের একাধিক ছাত্র। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছেন আলিপুরদুয়ারের ম্যাকউইলিয়াম হায়ার স্কুলের অভীক দাস, দ্বিতীয় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌম্যদীপ সাহা। তৃতীয় মালদহের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের পড়ুয়া অভিষেক গুপ্তা।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দ্বিতীয় সৌম্যদীপ সাহা ছাড়াও মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন আরও পাঁচ জন। সৌম্যদীপের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় থেকে ষষ্ঠ হয়েছেন নীলয় চট্টোপাধ্যায়। তিনি পেয়েছেন ৪৯১। এছাড়াও মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছেন অদ্বিতীয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কলা বিভাগ) ও অর্ক সাহা (বিজ্ঞান)। দু'জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮। মেধাতালিকায় নবম স্থানে রয়েছেন অদ্বিতীয় ও অর্ক। দশম স্থানে রয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দুই ছাত্র সোহম মুখোপাধ্যায় ও শুভজিৎ ঘোষ। তাঁরা পেয়েছেন ৪৮৭। দু'জনেই বর্ধমানের বাসিন্দা। উচ্চমাধ্যমিকের পাশাপাশি জেইইএমসে খুব ভালো ফল করেছেন সোহম মুখোপাধ্যায়। সারা ভারতে তাঁর র‍্যাঙ্ক ৩২৮।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ মহারাজ বলেন, 'মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকের ফলে আমরা ভীষণ খুশি। আমরা ভালো ফলের আশা করেছিলাম। এবারে যারা ভালো ফল

সৌমদীপ সাহা, দ্বিতীয়

করেছে তাঁরা কেউ মাধ্যমিকে মেধাতালিকায় ছিল না।'

কীভাবে এল এই সাফল্য? সৌম্যদীপ জানালেন, তিনি পড়তে ভালবাসতেন। ঘড়ি ধরে পড়ার বদলে ভালোবেসে পড়েছিলেন। ভালো ফলের আশা থাকলেও একেবারে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করবেন ভাবতে পারেননি। জানালেন, সাঁতার কাটতে ভালোবাসেন। ভালোলাগার বিষয় আবৃত্তিও। তবে অন্য বেশিরভাগ কৃতীরা যখন পরবর্তী জীবনে ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যাল নিয়েই এগোতে চাইছেন তখন সৌম্যদীপ চান স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে পড়তে। আইএসআই-তে পড়ার ইচ্ছে তাঁর। ছেলের সাফল্যে গর্বিত বাবা-মা থেকে স্কুল।

তবে প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে নরেন্দ্রপুর থেকে কীভাবে এত ভালো হয়? প্রধান শিক্ষক জানাচ্ছেন আবাসিক বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের অন্যতম কারণ। তাঁর কথায়, বাংলায় বেশিরভাগ অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার করতে চান। তাই বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ঝোঁক বেশি। তবে এর বাইরেও ইকো-স্টাট-ম্যাথ যে রয়্যাল কম্বিনেশন সেটা সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। আমাদের ছাত্রদের সাফল্য থেকে সেই বিষয়টি উঠে আসছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে নবম অর্ক সাহার বাড়ি মালদায়। তিনি বললেন, 'বাবা-মা আমার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমার সাফল্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।' অর্ক ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চান। পরীক্ষার সাফল্যের জন্য তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিবেশকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, এখানের ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। সকলকে সমানভাবে যত্ন নেওয়া হয়।

নবম স্থানাধিকারী খড়দার অহন পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করতে চান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যে এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করেছে খড়দার রহড়া চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা অহন চক্রবর্তী। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাই স্কুলের ছাত্র অহনের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮। ভবিষ্যতে পরিসংখ্যান নিয়ে পড়াশোনা করে অহন গবেষণা করতে চান। অহনের সাফল্যে খুব খুশি রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ-সহ স্কুলের শিক্ষকরা। কৃতী অহন জানিয়েছেন, আপাতত জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তবে ভবিষ্যতে পরিসংখ্যান নিয়ে পড়াশোনা করে গবেষক হতে চান। অহনের কথায়,

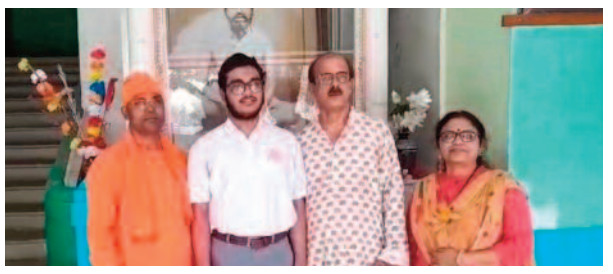

দিনে তিনি ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পড়াশোনা করতেন। পড়ার ফাঁকে গান গাইতেন। তাঁর পছন্দের সংগীত শিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। জানালেন, এই সাফল্যের পিছনে অবদান রয়েছে তাঁর মা-বাবার পাশাপাশি মিশনের মহারাজ ও শিক্ষকদের। কৃতী পড়ুয়ার মা লিলি চক্রবর্তী ছেলের সাফল্যে খুশি। বললেন, 'যদিও ছেলে আরও একটু ভালো ফলের আশা করেছিল। তবে ছেলে যা ফল করেছে ঠিকই আছে।'

জগদ্দলে সভার মাঠ খোঁড়ায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন বিজেপি প্রার্থী অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ১২ মে দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে জগদ্দলের পেপার মিল মাঠ অর্থাৎ জিলিবি মাঠে সভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অভিযোগ, ভাটপাড়া পুরসভার তরফে সভার সেই মাঠটিকে ট্রাক্টর দিয়ে খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ নির্বিকার রাজ্য প্রশাসন। তবে প্রধানমন্ত্রীর সভা ভণ্ডুলের চেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। সাংবাদিক বৈঠকে এদিন অর্জুন সিং বলেন, 'দেশের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পাবার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী। অথচ এখানে প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি ধরা পড়েছে।' তাঁর দাবি, ২০২২ সালে যেই কায়দায় পাঞ্জাবে বিক্ষোভকারীদের দ্বারা ২০ মিনিট প্রধানমন্ত্রী ফ্লাইওভারে আটকে পড়েছিলেন। ঠিক একই কায়দা এখানেও প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রশাসনের গাফিলতির জেরেই প্রধানমন্ত্রীর

সভাস্থলের মাঠ খোঁড়া হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য, মাঠ খোঁড়াকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী সভা ভণ্ডুল করতে এই কাজ করা হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, পুরসভার কর্মচারী কিংবা স্কুল শিক্ষক যাঁদের ভোটের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের অনেককেই নিজের 'হোম' এলাকায় ভোট কেন্দ্রে নিয়োগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সচেতন হওয়া দরকার। তাঁর দাবি, জেলাশাসক কিংবা এসপি অথবা পুলিশ কমিশনার এঁরা সবাই সরকারের তাঁবেদার হয়ে কাজ করছেন। সরকার চলে যাবার সময় এসে গিয়েছে। প্রার্থীর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা যাঁরা দেখভাল করেন কিংবা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় যারা দায়িত্বে থাকেন তাঁদের কাছে অভিযোগ জানানো হবে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ জানানো হবে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন তিনি বলেন, 'ঐতিহাসিক মাঠ হিসেবে পরিচিত এই পেপার মিলের মাঠ। এই মাঠে দেশের সমস্ত প্রধানমন্ত্রী সভা করেছেন। সেই ঐতিহাসিক মাঠটিকে ভাটপাড়া পুরসভা খুঁড়ে দিয়েছে। অথচ মাঠটি পুরসভার নয়। একটা সময় মাঠটি টিটাগড় পেপার মিলের অধীনে ছিল। এখন মাঠটি টিটাগড় ওয়াগান কারখানার অধীনে আছে। পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার দলীয় কর্মীরা মাঠ খোঁড়ার ট্রাক্টর আটকে দেয়। যদিও এদিন থেকে মাঠ ঠিক করার কাজ চলছে। আর দলীয় কর্মীরাই মাঠ পাহারা দিচ্ছেন।'

ব্যবসায়ী সেজে গাড়ি ভাড়া নিয়ে জিপিএস খুলে ভিন রাজ্যে বিক্রি

বেঙ্গালুরু থেকে ধৃত চক্রের মাথা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাড়ি চুরির নয়া ছক। ভিন রাজ্যে যাওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া করে গাড়ি থেকে জিপিএস খুলে দিয়ে তারপর গাড়ির অংশ বা পুরো গাড়িটাই বিক্রি করে পকেট ভরাচ্ছিল একটি চক্র। কলকাতা শহরে এমনই ঘটনার তদন্তে নেমে চক্রের মূল মাথাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম রাহুল রঞ্জন। বেঙ্গালুরু থেকে এই গাড়ি চুরির চক্র চালাত অভিযুক্ত। ঝাড়খণ্ডের রাঁচির জেলে বন্দি ছিল অভিযুক্ত। সেখান থেকেই তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে শহরে নিয়ে আসে কলকাতা পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর ওই ব্যক্তি গাড়ি চুরির জন্যই কলকাতায় এসেছিল। উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট অঞ্চলে একটি পরিবহণ সংস্থায় গিয়ে নিজেকে নামী ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেয় সে। ব্যবসাক কাজের জন্য গাড়ি ভাড়া নিচ্ছে বলে সংস্থাটিকে জানানো হয়। বলা হয়, বিশেষ কাজে বেঙ্গালুরু যেতে হবে তাকে। দিন সাতেক সেখানে থেকে ফের কলকাতায় এসে গাড়ি ফেরত দেবে সে। সেইমতো আগাম ভাড়া দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেঙ্গালুরুতে যায় সে। এদিকে পরিবহণ সংস্থার তরফে ভাড়া দেওয়া গাড়িতে জিপিএস লাগানো থাকে। অভিযুক্তও সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। বেঙ্গালুরুতে পৌঁছনোর পর কৌশলে বন্ধ করে দেওয়া হয় জিপিএস। এর পর কর্নাটকের গাড়ি চুরির সিন্ডিকেটের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে দেওয়া হয় সেটি।

এদিকে জিপিএস বন্ধ দেখে সংস্থাটি তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা যায় ওই ব্যক্তির ফোন বন্ধ। এর পরই সংস্থার তরফে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজে পাওয়া অভিযুক্তের ছবি দেখে তদন্ত শুরু করে। বিভিন্ন রাজ্যে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পক্ষ থেকে ব্যক্তির ছবি পাঠানো হয়। সেই সূত্র ধরেই কলকাতা পুলিশ জানতে পারে, একইভাবে অভিযুক্ত ঝাড়খণ্ডের রাঁচির একটি পরিবহণ সংস্থা থেকে গাড়ি চুরি করে বেঙ্গালুরুতে বিক্রি করেছিল। রাঁচির পুলিশ বেঙ্গালুরুতে তল্লাশি চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। রাঁচির বীরসামুন্ডা জেলে বন্দি রয়েছে অভিযুক্ত।

বাঘের হানায় মৃত্যু হলেই ক্ষতিপূরণের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। বাঘের হানায় কারও মৃত্যু হলে অবিলম্বে সেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মৃত ব্যক্তি নিয়ম ভেঙে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিলেন কি না আর বিচার করা যাবে না। বুধবার এই সংক্রান্ত একটি মামলায় নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, যে কোনও অঞ্চলে বাঘের হানায় মৃত্যু হলে দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। সেক্ষেত্রে বাঘের হামলায় মৃত ব্যক্তি গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিলেন নাকি বাঘ বিচরণ ক্ষেত্রের আশেপাশে ছিলেন, সেরকম কোনও বিষয় বাছবিচার করা হবে না। অর্থাৎ, সুন্দরবনের যে কোনও জায়গায় বাঘের হানায় মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ পাবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবার।

২০২২ সালের ১২ নভেম্বর সুন্দরবনের নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরার জন্য বনদপ্তরের বৈধ অনুমতিপত্র (বিএলসি) নিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন কুলতলির কাটামারি এলাকার বাসিন্দা দিলীপ সর্দার। সেখানই বাঘের হানায় মৃত্যু হয় তাঁর।

অন্য দিকে, ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর বন দপ্তর থেকে অনুমতি নিয়ে সুন্দরবনের নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন অমল দণ্ডপাটও। সে সময় নৌকায় বাঘ হামলা চালায়। অন্যরা পালিয়ে গেলেও অমল বাঘের হানায় গুরুতর আহত হন। ১ জানুয়ারি ২০২২ তিনি মারা যান।

বাঘের হানায় কারও মৃত্যু হলে অবিলম্বে সেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মৃত ব্যক্তি নিয়ম ভেঙে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিলেন কি না আর বিচার করা যাবে না। নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের।

অভিযোগ, এনিয়ে হাইকোর্টের একাধিক নির্দেশ সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ পাচ্ছিল না ওই দুই পরিবার। বাধ্য হয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মৃতদের স্ত্রী শেফালী সর্দার ও তপতী দণ্ডপাট। আদালতে রাজ্যের কৌঁসুলি তাঁদের আবেদনের বিরোধিতা করেন। রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁরা সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে নিষিদ্ধ 'কোর' এলাকায় ঢুকেছিল। কাজেই তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত নয়।

মামলাকারীর আইনজীবী কৌশিক গুপ্ত ও শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায় জানান, আদালতের নির্দেশেই বলা আছে, বাঘের হানায় মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি কোর এলাকায় ঢুকে ছিলেন কি না, তা বিচার্য নয়। এদিন মৃত দুই ব্যক্তির ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এবং অন্য সমস্ত নথি আদালতে পেশ করেন তাঁদের পরিবারের আইনজীবীরা।

এরপরই সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে আদালত নির্দেশ দেয়, বাঘের হানায় মৃত্যু হলেই দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। চার সপ্তাহের মধ্যে দুই পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

প্রয়াত বাঙালি শিল্পদ্যোগী রসময় দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত বাঙালি উদ্যোগপতি জ্যাক অলিভল প্রোডাক্টস লিমিটেড সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তথা চেয়ারম্যান রসময় দাস। মঙ্গলবার রাতে প্রয়াত হন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা বা এক ধরণের লিভার ক্যানসারে ভুগছিলেন। শোকাহত তাঁর স্ত্রী তপতী দাস এবং দুই পুত্র রাজর্ষি ও রীতেশ দাস। শোকস্তব্ধ বাংলার শিল্পমহলও।

রসময় দাসের জন্ম হয়েছিল বিহারের পটনায়। সেখানেই কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরে, কলকাতার বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে স্থাপন করেছিলেন 'হ্যানিম্যান ল্যাবরেটরি ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড'। এই ল্যাব থেকেই জন্ম নিয়েছিল রসময় দাসের সবথেকে জনপ্রিয় পণ্য, জ্যাক অলিভল বডি অয়েল। থাকতেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। এদিন সকালে সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা।

সম্পাদকীয়

হেরে যাওয়া মানুষের বিরুদ্ধ-শক্তি'র তত্ত্বটি ইউটোপিয়ান তত্ত্ব কি না, তা ভাবার বিষয়

উদারবাদী রাজনীতি ক্রমশ এলিটদের রাজনীতি হয়ে উঠেছে কেন, কেন তা আমজনতার নাগালেই বাইরে চলে যাচ্ছে সে বিষয়ে বলতে হয়, এই পথ কংগ্রেসই সুগম করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এমন অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত কংগ্রেস নেতারা একাধারে স্বঘোষিত 'এলিট' এবং সেই সময়কার উদারবাদী। ইন্দিরা গান্ধী এই রাজনীতিকদের জাতীয় ইতিহাস পড়তে বলতেন। জওহরলাল নেহরু জেলখানায় বসে মেয়েকে ইতিহাস নিয়ে লিখেছিলেন। এই স্বঘোষিত এলিটদের সে বালাই নেই। কংগ্রেস থেকে যে সকল শাখা বিচ্যুত হয়ে পরবর্তী কালে নতুন দল তৈরি হয়েছে, সেগুলো এরই উদাহরণ। সোভিয়েট যখন ভাঙেনি, তখনই সংবিধানের অলিগলিতে অবাধে বিচরণ শুরু হয়েছিল, অচিরেই এমন রাজনীতিকদের দাপাদাপি দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল।

মধ্যমেধার আস্ফালন কেমন, তার সর্বোচ্চ উদাহরণ কংগ্রেসেই পাওয়া যায়। সেখানে দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি কেমন করে হবে, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের মতো অর্থনীতিবিদকে পরামর্শ দেন সনিয়া গান্ধী। এমনই তো রাজনৈতিক এলিট!

দ্বিতীয় ধাপে দেখা যায়, বিশ্বের অর্থনীতির পালে যখন জোর হাওয়া, তখন দলে এসে জোটে ভাড়াটে মেধা, যাদের কাজই হল এমন এক 'কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা চালু করা, যাতে ভোটারদের মগজ এদের কব্জায় চলে আসে।

এই পদ্ধতি আমরা বারবার বায়োস্কোপেও দেখেছি। যে দলের সঙ্গে এরা অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত হয়, সে দলের কোনও ইস্তাহার বা ঘোষিত কর্মসূচি যদি না-ও থাকে, তাকেও এই ব্যবস্থা নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে পারে। এই তো মেধাতন্ত্র নামক 'মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্র', একে যে ভাড়া করে, ভোট তার দখলে যায়!

যে মেধাতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, সে কাকের গায়ে ময়ূরের পালক। 'হেরে যাওয়া মানুষের বিরুদ্ধ-শক্তি'র তত্ত্বটি ইউটোপিয়ান তত্ত্ব কি না, তা ভাবার বিষয় বইকি!

জন্মদিন

আজকের দিন

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

১৫৪০ *মেবারের রাজপুত শাসক মহারানা প্রতাপের জন্মদিন।*
১৮৬১ *বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৮৬৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্মদিন।*

যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানো জরুরি, তার চেয়েও জরুরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা

স্বপনকুমার মণ্ডল

লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই ব্যাপক সংখ্যক চাকরি হারানোর বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে । দুর্নীতির ইস্যুতে তা যেন সরকারবিরোধী টাটকা প্রমাণের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে । একের সর্বনাশ,অন্যের পৌষমাস মনে হলেও এরকম ভয়ঙ্কর পরিণতি কেউ প্রত্যাশা করেনি,ভাবতেই পারেনি। সেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬-র প্যানেলের ২৫৭৫৩ জনের চাকরি চলে যাওয়ার খবরে সারা রাজ্য জুড়ে তা নিয়ে তুমুল হৈচৈ পড়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক । তার মধ্যে প্রায় তিনভাগই শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে । যারা এতদিন পথে নেমে শিক্ষকের হকের চাকরি পাওয়ার জন্য জীবনপণ করে রাস্তায় পড়ে থেকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে দাতে দাঁত চেপে দিনের পর দিন সুবিচারের প্রত্যাশায় সরকারি রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সুদীর্ঘ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল, অভ্যাসের ফেরে আমজনতার উদাসীনতায় তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তা জাগিয়ে তোলার প্রয়াসেও টালবাহানার খেলায় উপেক্ষা আর উদাসীনতার নেমে আসে । যে বিচারপতির সৎসাহসে ভর করে আন্দোলনের রাস্তাই একমাত্র রাস্তা মনে হয়েছিল, সেই বিচারপতির পদত্যাগ ও রাজনীতিতে যোগদান থেকে লোকসভার আসন্ন নির্বাচন সবেতেই সেই সবদিক থেকে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপরেও তাদের নাছোড় মনোভাবে যখন মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ে যোগ্যতার প্রশ্নে গোটা প্যানেলটাই বাতিল হয়ে যায়, তখন তাদের দাবি মান্যতা পেলেও চাকরিহারা শিক্ষকদের হাহাকারে তারা পিছনে চলে যায় । সেখানে যোগ্য ও অযোগ্যদের তরজা বা অবৈধ চাকরির জন্য বৈধ শিক্ষকদের নিয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে, নির্বাচনী প্রচারের আলো শুষে নেয় । শুধু তাই নয়, তাতে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের প্রতিও তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মহামান্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ে সেই অসন্তোষ ক্রমশ নিস্তেজ হলেও চাকরিহারা শিক্ষকদের তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন রাজপথে নেমে আসে । স্বাভাবিক ভাবে তাতে শিক্ষকতায় বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন পেছনের সারিতে চলে যায় । অন্যদিকে যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয়ে যায় তীব্র প্রতিযোগিতা । সেখানে নির্বাচনী প্রচারে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা শুধু সময়ের দাবিই নয়, অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ। তাতে ইতিমধ্যে সুফলও মিলেছে। তাতে শুধু যোগ্যদের চাকরি ফিরে পাওয়ার হাতছানিই নেই, অযোগ্যদের অবৈধ চাকরির পরিবর্তে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনাও রয়েছে । কিন্তু তাতে সব সমাধান হবে,তা ভাবলে ভুল হবে। আসলে এক যুগের বেশি সময় ধরে এ রাজ্যের সরকারি কর্মক্ষেত্রে শূন্যতাবোধে কর্মপ্রার্থীরাই শুধু ভুক্তভোগী নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনেও ভয়ঙ্কর হতাশা গ্রাস করেছে । সেখানে শুধু চাকরি চুরির কথাই মনে আসেনি, ভবিষ্যতের সাধ ও স্বপ্নও চুরির কথাও মনে করিয়ে দেয় । সেক্ষেত্রে হারানো চাকরি ফিরিয়ে দিলেই তার সমাধান হবে না, বৈধ পথে যোগ্যতার নিরিখে চাকরি পাওয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা জরুরি । সেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর জরুরি তৎপরতায় সেই বৈধ পথের সুরাহা ও সুরক্ষা নতুন করে প্রত্যাশা জাগায়।

আসলে সময়ে শুধু অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় না, অস্তিত্বকেও নতুন করে চিনিয়ে দেয় । সেখানে বৈধ-অবৈধের ধারণা থেকে যোগ্য-অযোগ্যের চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই আরও বেশি মুখর হয়ে ওঠে । চাকরি হওয়াতেই যেমন অবৈধ ধারণা বৈধতা লাভ করে বা চাকরি হলেই তার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় এরকম বদ্ধমূল ধারণা যে ঠিক নয়, মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়েই তা প্রতীয়মান । শুধু তাই নয়, পাকা চাকরি চলে যাওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি। যেখানে চাকরি পাওয়ার চেয়ে তা হারানোকে আরও কঠিন বলে তার স্থায়িত্বকে অক্ষয় করার সযত্ন প্রয়াস চলে, সেখানে স্থায়ী চাকরি চলে যাওয়ার মতো আকস্মিকতা সাধারণের মনে ভয়ঙ্কর নিঃস্বতাবোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক । বাঙালির চাকরিসর্বস্ব জীবনে চাকরিই তার অস্তিত্বের উৎকর্ষ, পায়ের নীচের মাটি থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা সর্বত্র তার বিস্তার । সেখানে ছাত্রজীবন থেকেই তার মনে চাকরিই ধ্যান-জ্ঞান, উচ্চতর যোগ্যতার মাপকাঠি। এজন্য একের পর চাকরি সোপান বেয়ে অনেকেই মোটা মাইনের বা বড় চাকরিতে থিতু হয়ে থাকে । সেখানে চাকরিহারাদের মধ্যে অনেকেই পুরনো চাকরি ছেড়ে শিক্ষতার চাকরিতে এসেছেন বা জায়গা পরিবর্তন করেছেন। তাদের সমস্যা আরও ভয়াবহ । কেননা চাকরি হারিয়ে তারা আর পুরনো জায়গাতে আল ফিরে যেতে পারবেন না । অন্যদিকে বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে বয়স, যোগ্যতা থেকে রেজাল্ট, অনুশীলন, স্বাস্থ্য সবেতেই পিছিয়ে থাকার প্রবল সম্ভাবনা । একে চাকরি হারানোয় পারিবারিক জীবনের আর্থিক বিপর্যয়, তার ওপরে সামাজিক সম্পর্ক ও সম্মানহানির ভয়, সর্বত্র আতঙ্ককে পুঁজি করে বেঁচে থাকার লড়াই জারি হয়। সেখানে অবৈধ পথে অযোগ্যদের চাকরির জন্য সেই সব যোগ্যদেরই আজ মূল্য দিতে হচ্ছে, ভাবা যায় ! আজ স্কুলের প্রাঙ্গণ ছেড়ে চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য যোগ্যদের আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছে । চাকরি হয়ে গেলেই কেউ আর তাদের অবৈধ বলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না-র বদ্ধমূল ধারণা থেকেই যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি বিক্রি করার মতো ভয়াবহ দুর্নীতি যে ঘটেছে, কোর্টের রায়েই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে । শুধু তাই নয়, সেই অবৈধ চাকরিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সরকারের সুপার নিউমারিক পদ সৃষ্টির অসাধু উপায়ও সংবদ্ধ দুর্নীতিকে চিনিয়ে দেয় ।

সেক্ষেত্রে সরকারি চাকরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নটাই আজ বাস্তব জীবনে দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে । অন্যদিকে যারা সেই দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ওঠার স্বপ্নে বছরের পর বছর রাস্তায় পড়ে থেকে আন্দোলন চালিয়েছে, তারা জনতা করুণা পেলেও মর্যাদা পায়নি । তাদের অবিরত আন্দোলন ও আইনি পথের লড়াইয়ে যখন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণে গোটা প্যানেলটাই বাতিল হওয়ায় চাকরিহারা শিক্ষকেরা পথে নেমে এল, তখন তাদের দাবি-দাওয়ার চেয়ে হারানো চাকরি ফেরতের কথা জোরদার হয়ে ওঠায় তারাই ব্রাত্য হয়ে গেল । অথচ তারাই সবচেয়ে উপেক্ষিত হয়েছে । কতগুলো বছর তাদের জীবন থেকে চলে গেছে, জীবনের প্রতি জেগে উঠেছে অবিশ্বাসের নিবিড় হাতছানি । আর্থিক প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা, জীবন গড়ে তোলার আয়োজন সবটাই তাদের অধরা মাধুরী হয়ে থেকে গেছে । অন্যদিকে যোগ্য চাকরিহারা থেকে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর বাইরেও রয়েছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী যারা সেই অনিশ্চিত অজানা ভবিষ্যতের দিকে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । এক যুগের বেশি সময় ধরে কর্মক্ষেত্রের অকর্ষিত জমিতে ফসলের কোনো চিহ্ন নেই, তার বদলে দুর্নীতির আগাছায় তা পরিপূর্ণ, কোথাও ফসলের আশা নেই, জমির চাষযোগ্যতাই হারিয়ে গেছে । স্বাভাবিক ভাবে একে কর্মসংস্থানের তীব্র আকাল, তার মধ্যে দুর্নীতির লাগামহীন নৈরাজ্য, সবদিক থেকেই বর্তমান অনিশ্চয়তায় ভোগা কর্মপ্রার্থী থেকে দিশাহীন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তার কুপ্রভাব গোটা সমাজজীবনকে অনিশ্চিয়তার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে । শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব। সেখানে পড়াশোনা করে কী হবে'র প্রশ্নটি অবিরত ঘুরপাক খায় । এজন্য শুধু চাকরি ফিরিয়ে দিলেই হবে না, বঞ্চিতদেরও সব সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাহলেই সব হবে না, অবৈধ দুর্নীতির কারবারি, তাদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে । তার সঙ্গে যোগ্যতার মানদণ্ডকে আবার ফিরিয়ে এনে সুশাসনে বিশ্বাসের ছবিকে জাগিয়ে তুলতে হবে । সেই বিশ্বাসের ছবি মনে জেগে উঠলেই সাধ ও স্বপ্ন আবার ফিরে আসবে, সোনালি সকাল তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে সেই বিশ্বাসের ছবি ফিরিয়ে আনার বার্তা উঠে এলেও তা কতটা কার্যকরী হবে, সময় তা বলে দেবে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের ধারণা এবং বর্তমান পরিসরে তার প্রাসঙ্গিকতা

শুভজিৎ বসাক

রবীন্দ্রনাথ একজন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক সর্বোপরি একজন 'মানবতাবাদী' হিসেবে আক্ষরিক অর্থেই অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী হয়ে রয়েছেন। তিনি একজন শৈল্পিক সত্ত্বার অধিকারী হলেও জাতীয়তাবাদের বিষয়টির প্রতি তাঁর উদাসীনতা ছিল না। তবে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রচলিত জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে অনেকাংশেই পৃথক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ছিল মানব হিতৈষণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পর্কিত।

সাধারণত জাতীয়তাবাদ বলতে বিশ্ববাসী হিসাবে সকলের ধারণা হল নিজের জাতিকে ভালোবাসা বা দেশের সার্বিক বিকাশ সাধনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তাবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অগ্রাহ্য বা সমালোচনা করেননি। তবে জাতীয়তাবাদ বলতে যদি পৃথক রাষ্ট্র গঠন, সমগ্র বিশ্ব থেকে নিজ জাতিকে পৃথক করে নেওয়া, বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও ধর্মের মধ্যে লড়াই প্রভৃতিকে বোঝায় তাহলে সেই জাতীয়তাবাদকে তিনি কোনও প্রকারেই সমর্থন করেননি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক বৈশ্বিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকে তিনি জাতীয়তাবাদের নগ্ন ও বিকৃত রূপ লক্ষ্য করেছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের দাম্ভিক স্বজাত্যাভিমানের নিদর্শন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি দেখেছিলেন জাতীয়তাবাদের উগ্রতা মিশ্রিত জাতিসত্তার লড়াই। পরবর্তীকালে মুসোলিনি, হিটলার, ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের উগ্র জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবে জাতীয়তাবাদের এই সকল কুরুচিপূর্ণ দৃষ্টান্তের ফলস্বরূপ তিনি জাতীয়তাবাদের চিরাচরিত ধারণা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। যে জাত্যাভিমান নিয়ে এত হানাহানি, সেই জাতির বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে বিশ্বের এমন কোনও দেশ নেই যেখানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটেনি। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষায় মানুষ যেখানে একসঙ্গে বসবাস করে সেখানে অযথা মারামারি হানাহানি তারা করে না।

জাতীয়তাবাদকে একটা 'ভয়াবহ বিপদ' হিসাবে রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িত করেছেন। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ যন্ত্রনির্ভর ও বাণিজ্যিক সভ্যতার হাত ধরে সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণ করেছে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্যকে হাতিয়ার করে জাতীয়তাবাদকে চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে সীমাহীন দারিদ্র্য, অভাব, অনটনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ। বিশ্বের এই দুর্বল রাষ্ট্রসমূহে ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের তৈরী দ্রব্য রপ্তানি করেছে অবাধে এবং নিজেদের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে ক্রমশ। এর ফলস্বরূপ পাশ্চাত্য দেশ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য আমদানিকারী রাষ্ট্রগুলির শিল্প সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি 'মানবিক সভ্যতা' বলেননি। যেমন ইংরেজরা ভারতীয়দের যন্ত্র বিজ্ঞান ও বাণিজ্য সভ্যতার দাপটে নিষ্পেষিত করেছে প্রায় দু'শতক ধরে। এই শোষণকে তিনি কখনই প্রকৃত সভ্যতা বলেননি। তিনি দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, 'এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলেন, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র।' এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ গভীর খেদের সঙ্গে বলেছেন পাশ্চাত্যের মনীষীরা যে আদর্শের তথা উদারতার বাণী প্রচার করেছিলেন, পাশ্চাত্যের দেশগুলো তার থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তারা সার্বিক কল্যাণে প্রয়োগ করেনি বরং পাশ্চাত্যের দেশগুলো সংকীর্ণ স্বার্থে এগুলোকে ব্যবহার করেছে এবং এজন্যই জাতীয়তাবাদ আজ অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান, শিল্প, সভ্যতা বা জাতীয়তাবাদ ক্ষতিকর নয়, তার ভালো বা মন্দ দিকগুলি নির্ভর করে ব্যবহারকারীর মানসিকতার উপর। তাই রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন ভারতবাসীকে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অর্জনের পথ থেকে সরে আসার। তিনি পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অতিকায় দাম্ভিক রূপ ও তার কুপ্রভাব সম্পর্কে ভারতীয়দের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'আমাদের আদর্শ আমাদের ইতিহাস থেকেই গড়ে উঠেছে, এবং আমরা যদি অন্যের অনুসরণ করার কথা ভাবি তাহলে দুর্বল আতশবাজি তৈরি হবে কেননা সেসববস্তুসম্পদ আমাদের থেকে আলাদা হবে এবং তার নৈতিক উদ্দেশ্যও হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন'।

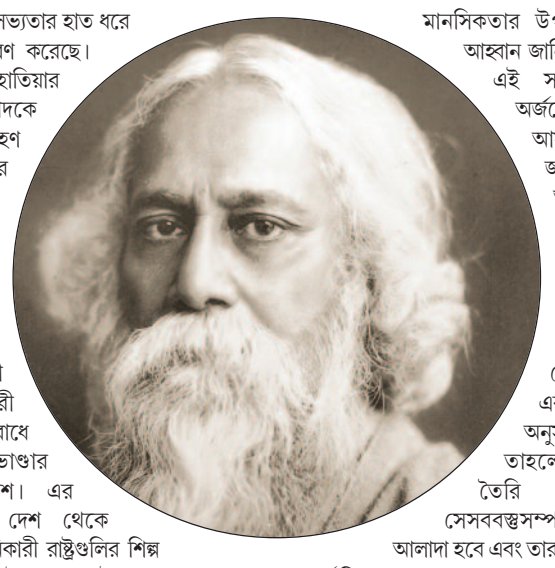

সকল প্রকার সংকীর্ণতার বেড়াজাল পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে এক বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন। যেখানে কোনরকম সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র, গণ্ডিবদ্ধ ভাবধারা দ্বারাজাতীয়তাবাদকে আবদ্ধ করা যায় না, বরং সেই জাতীয়তাবাদ তৈরী করে বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব বোধ। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ধারণার পূর্ণতর প্রকাশ ঘটেছে আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারণার মধ্যে দিয়ে। তাঁর জাতিচেতনা পূর্ণতা লাভ করেছে বিশ্বচেতনার মধ্যে দিয়ে। তাঁর' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 'ইউরোপের চিঠি', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি আলোচনা থেকে জানাযায় জাতীয়তাবাদ কিভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের ভাবনা বর্তমানেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বা তিনি প্রথাগত রাষ্ট্রচিন্তাবিদও ছিলেন না। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর নানা চিন্তা ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী একজন দার্শনিক কিন্তু তা সত্ত্বেও সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর সচেতন বৌদ্ধিক মনোনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জাতির জ্বলন্ত ঘটনাপ্রবাহকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁর দার্শনিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নির্মিত হয়েছিল সমসাময়িক বাস্তবতার ঘাত প্রতিঘাতে। তিনি ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন কিন্তু সেই স্বাধীনতা কখনই সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তা হবে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ বর্জিত স্বাধীনতা ভারতের বাস্তব উন্নতি করতে পারে না। মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ হলেই স্বরাজ আসতে সময় লাগবে না। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের ধারণাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী- ১৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রী ‘প্রাতিষ্ঠানিক চোর’, সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, দাবি সুকান্ত মজুমদারের

মিলন গোস্বামী

বোলপুর: ‘মুখ্যমন্ত্রী একজন প্রাতিষ্ঠানিক চোর’। তাতে সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। বুধবার বোলপুরে এসে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে এমনটাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার বোলপুরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘এতদিন তৃণমূল নেত্রীকে বিজেপি শুধু চোর বলত। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাবে বলেছেন ‘সিস্টেমিক ফ্রড’। বাংলায় কী হয়? প্রাতিষ্ঠানিক চোর। এসএসসি রাজ্য সরকারের অন্তর্গত। এসএসসি-র মাথা মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক চোর এবার তাতে সিলমোহর দিল সুপ্রিমকোর্ট।’

মঙ্গলবার রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ‘অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ’ দেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে ‘পরিকল্পিত জালিয়াতি’ বলে আখ্যা দিয়ে আদালতের তরফে সাফ জানানো হয়, যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে বিভাজন করা গেলে প্যানেল বাতিল করা ন্যায়সংগত নয়। সুতরাং, এখনই চাকরি বাতিল হচ্ছে না কারও। ১৬ জুলাই এই মামলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিন বোলপুরে বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে এসএসসি কাণ্ডে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত বলেন, ‘তৃণমূল ভোট এলেই বাঙালি বাঙালি করে। বাঙালির জন্য কিছু করে না। এই প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অভিজ্ঞতার তুলনা করে বলেন বিজেপি বাঙালির জন্য ভাবে। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে কতবার সুকান্ত মজুমদার এসেছে? আর রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেখুন তৃণমূলের নেতারা গিয়ে ওয়েবকুপার মিটিং করে।

রাজ্যের মেধা তালিকায় সম্ভাব্য তৃতীয় স্থান দখল করল মালদার অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধা তালিকায় ৪৯৪ নম্বর পেয়ে সম্ভাব্য তৃতীয় স্থান দখল করল মালদার অভিষেক গুপ্ত। এই খবরে খুশি তার শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পরিবার-পরিজনেরা। অভিষেক রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। তার ফলাফলে খুশি প্রধান শিক্ষক স্বামী তাপোহরানন্দ মহারাজ। ইংরেজবাজার শহরের কৃষ্ণপল্লিতে বাড়ি তাঁর। বাবা শিবশান্ত গুপ্ত পেশায় একজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী। মা অনামিকা সাহা গুপ্ত প্রাথমিক স্কুল শিক্ষিকা। পরিবারের একমাত্র সন্তান অভিষেক। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করছে সে। বরাবরই প্রথম সারির ছেলে সে। মাধ্যমিকে ৬৯০ পেয়ে রাজ্যে চতুর্থ হয়েছিল সে। অঙ্ক অভিষেকের প্রিয় বিষয়। দিনে ৮-৯ ঘণ্টা পড়াশোনা করত সে। ৫ জন গৃহশিক্ষক ছিল তার। পড়াশোনার বাইরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে সে। ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। উচ্চ মাধ্যমিকে বিষয় ভিত্তিক তার নম্বর বাংলা-৯৯, ইংরেজী-৯৯, পদার্থ বিজ্ঞান-৯৬, রসায়ন-৯৬, অঙ্ক-১০০ এবং স্ট্যাটিকস্টিকসে ১০০। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় অভিষেক। জেইই মেইন পরীক্ষায় পাশ করেছে সে। ফলাফলে খুশি অভিষেক জানান, ‘আশানুরূপ ফল হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে আমাকে। ক্লাস পরীক্ষায় ফলাফলের ওপর বিভিন্নভাবে আলোচনা করে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।’ রাজ্যে যুগ্মভাবে সম্ভাব্য পঞ্চম অর্ণব কর্মকার এবং সুপ্তোত্থিতা সরকার। অর্ণবও রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। বাবা অমরকৃষ্ণ কর্মকার গাজোল কলেজে অধ্যাপক এবং মা বাসবী সাহা কর্মকার প্রাথমিক স্কুল শিক্ষিকা। ২ ভাইয়ের মধ্যে অর্ণব বড়। ভাই অনির্বাণ নবম শ্রেণির ছাত্র। ভবিষ্যতে সে চিকিৎসক হতে চায়। অন্যদিকে আরেক পঞ্চম সুপ্তোত্থিতার বাড়ি রিজেন্ট পার্ক এলাকায়। সে হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী গিরিজা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী। বাবা প্রান্তিক সরকার ওই স্কুলেরই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। মা পম্পা সরকার গৌড় কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। সুপ্তোত্থিতাও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে অধ্যাপিকা হতে চায়। পড়াশোনার পাশাপাশি গান করতে ভালোবাসে সে। রবীন্দ্র সংগীত তার প্রিয়। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে ভ্রমণের ওপর একটি চ্যানেলও পরিচালনা করে সে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী তাপোহরানন্দ মহারাজ জানান, ‘আমাদের স্কুল থেকে রাজ্য মেধা তালিকায় ২ জন জায়গা করে নিয়েছে। অভিষেক গুপ্ত তৃতীয় এবং অর্ণব কর্মকার পঞ্চম হয়েছে। অনেক অনেক আশীর্বাদ রইল। আমাদের স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এবার ৮৮ জন পরীক্ষা দিয়েছে।

সন্দেশখালির নারী নির্যাতনের পর্দাফাঁস

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সময় যত গড়াচ্ছে ততই সন্দেশখালিতে মহিলা নিগ্রহের চক্রান্ত প্রকাশ্যে আসছে। এবার বিস্ফোরক মন্তব্য এক অভিযোগকারিণীর। মিতা মাইতি নামে ওই অভিযোগকারিণীর দাবি, মহিলা নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যা এবং সাজানো। তাদের দিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে মহিলা নির্যাতনের মামলা করা হয়েছে। বিষয়টি জানার পর মামলা তুলতে চাইলে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং এলাকায় তাদের একঘরে করে রাখা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন মিতা মাইতি। সন্দেশখালির নারী নির্যাতনের অভিযোগ এবং পরবর্তীতে ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। রাজ্য সহ দেশের রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। তারপর এদিন মিতাদেবীর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে জোরদার বিতর্ক। মিতাদেবীর দাবি, এলাকার বাসিন্দা মাম্পি দাস ওরফে পিয়ালি তাদের থানায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল দিল্লির মহিলা কমিশনের কর্মীদের কাছে অভিযোগ জানাতে। তিনি বাড়িতে না থাকায় তার শাশুড়িকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে রান্না করে টাকা না পাওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিলেন তার শাশুড়ি। পরে তাকে একটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়। দিন সাতেক পরে তারা জানতে পারেন তারা নারী নির্যাতন, ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। মিতা মাইতির অভিযোগ এমন কোনও ঘটনা তাদের সঙ্গে ঘটেনি। অথচ তাদের নাম ব্যবহার করে মিথ্যা মামলা করানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মাম্পির সঙ্গে কথা বলতে গেলে এবং মামলাটি তুলে নেওয়ার আবেদন করলে মাম্পি তাদেরকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করে এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। হুমকি দেওয়া পরবর্তীতে তাদের কোনও সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে না। এবং তাদের একঘরে করে রাখা হয়েছে। মিতা মাইতির এই দাবির পরেই সন্দেশখালি নারী নিগ্রহের ঘটনা যে পুরোপুরি সাজানো ঘটনা তা আবারও প্রমাণিত হল। তবে মাম্পি দাসের দাবি, তিনি কাউকে ডেকে নিয়ে যাননি এবং কাউকে কোনও হুমকি দেননি। তাকে সেখানে ডাকা হয়েছিল ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য।

উচ্চমাধ্যমিক দশম স্থান অধিকার করল পূর্বস্থলীর ইন্দ্রানী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: উচ্চমাধ্যমিক দশম স্থান অধিকার করেছে বর্ধমানের পূর্বস্থলীর পারুলডাঙা স্কুলের ছাত্রী ইন্দ্রানী সেন। মাধ্যমিকেও সে ভালো ফল করেছিল। তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল মাধ্যমিকে ৬৬৫। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের প্রথম হয়েছিল মাধ্যমিকে। এবারে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। ছোট থেকেই মেধাবী সে। বর্তমানে যাদবপুরে পড়াশোনা করে সে আইআইটি পড়তে চায়। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার আর্থিক অনটন। তার বাবা পেশায় তাঁত শিল্পী মানিক চন্দ্র সেন। যেটুকু তাঁত চালিয়ে রোজগার হয় তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মেয়ের সাফল্যে খুশি হলেও মেয়ের আগামী দিনের স্বপ্ন কিভাবে পূরণ করবেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

উচ্চমাধ্যমিকে হুগলি জেলায় প্রথম দশে বৃষ্টি দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তাঁত বুনে কোনওরকমে টেনে টুনে চলে সংসার। মাধ্যমিক পর্যন্ত নিজেই পড়িয়েছেন মেয়েকে। নিজের চেষ্টায় ভালো ফল করেছে মেয়ে। উচ্চ মাধ্যমিকে হুগলি জেলায় প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে হুগলির বেগমপুর হাইস্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী বৃষ্টি দত্ত। বৃষ্টির প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। বাবা সুশান্ত দত্ত একজন তন্তুবায়। তাঁতের কাপড় তৈরি করে কোনওরকমে সংসার চালান। মেয়ে দশম স্থান অধিকার করায় পরিবারে খুশির হওয়া বইলেও মেয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে। তবে শত কষ্ট করেও মেয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে ব্রতী হয়েছেন সুশান্ত। মা পম্পা দত্ত সংসারের হাল ধরতে কুটির শিল্পের কাজ করতেন, তবে মেয়ের উচ্চশিক্ষার খরচ নিয়েও বেশ চিন্তিত তিনি। ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা ছিলই। কখনই সময় বেঁধে নিয়মে পড়াশোনা করত না বৃষ্টি। স্কুলের সব পাঠ্য বই তার কেনাও সম্ভব হয়নি। অনেকের কাছ থেকে বই জোগাড় করে পড়াশোনা করেছে। ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তার। প্রিয় বিষয় ইংরেজি। তাই ইংরেজি সাহিত্য নিয়েই পড়াশোনা করার ইচ্ছা রয়েছে তার।

হিলিতে তৈরি হবে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট, সুবিধা পাবে আমদানি-রপ্তানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হিলিতে তৈরি হতে চলেছে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের তরফে এই কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দেওয়া হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই শুরু হতে পারে এই ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট তৈরির কাজ। এর ফলে যাত্রীদের যাতায়াত এবং আমদানি ও রপ্তানির অনেক সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিলিতে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট তৈরি হতে চলেছে। এর জন্য প্রায় ২১ কোটি টাকা ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার পরেই শুরু হতে পারে জমি ক্রয় করার কাজ। অনেকেই জমি দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন বলেই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ২৫ একর জমির ওপরে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের পরিকাঠামো গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই চেকপোস্ট স্থাপনের পর বাণিজ্যের পরিমাণ ও যাত্রীদের চলাচল আরো বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। ৪০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২২১৬ কিমি পশ্চিমবঙ্গে পড়ে। এর মধ্যে প্রায় ২৫২ কিলোমিটার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। হিলি জিরো লাইনের কাছাকাছি অবস্থিত।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, ‘ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট করার জন্য ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। মুখ্য সচিবের সঙ্গে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার এক প্রস্থ আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। এই কাজের জন্য ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে জায়গা চাওয়া হয়েছিল। এই কাজের জন্য নিয়ম অনুসারে জমি অধিগ্রহণ করা হবে না বরং জমি ক্রয় করা হবে। জমি ক্রয় করার জন্য বরাদ্দ মিলেছে। রাজ্য সরকারের অনুমতি আমরা পেয়েছি। সেই মতো জমি ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর জমি ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। জমি চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তার মূল্য নির্ধারণ করণের প্রক্রিয়া করা হয়ে গিয়েছে।’

চমক দুই যমজ বোনের, উচ্চ মাধ্যমিকে চতুর্থ পেল স্নেহা, সোহা পেল দশম স্থান

বনস্পতি দে

চন্দননগর: একসঙ্গে পড়াশোনা, একসঙ্গে টিউশনে যাওয়া, তাই একজনের নাম যদি মেধাতালিকায় থাকত, খুশি হত না অপরজন। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার পরই জোড়া সুখবর এল চন্দননগরের ঘোষ পরিবারে। স্নেহা ঘোষ ও সোহা ঘোষ, দুই যমজ বোনের নামই রয়েছে মেধাতালিকায়। উচ্চ মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান পেয়েছে স্নেহা আর দিদি সোহা পেয়েছে দশম স্থান। আগামিদিনেও তাদের পথ হবে একই। দু’জনের অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। সোহার থেকে এক মিনিটের ছোট স্নেহা। স্নেহার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩ আর সোহা পেয়েছে ৪৮৭। দুই বোনের সাফল্যে গর্বিত মা বলছেন, ‘ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি। এতটা ভালো ফল হবে, আশা করিনি। আমরা চেষ্টা করতাম সাহায্য করার। তবে ওদের নিজেদের চেষ্টা ছিল অনেক বেশি।’

দু’জনেই চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির স্কুলের ছাত্রী। চুঁচুড়ার গরবাটি ষষ্ঠীতলার বাসিন্দা তারা। বাবার নাম সঞ্জীব ঘোষ। বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সূত্রে গুজরাতের আহমেদাবাদে থাকেন তিনি। সোহা ও স্নেহা জানায়, ৯৮ শতাংশের ওপর নম্বর পাবে আশা করেছিল তারা, কিন্তু মেধাতালিকায় নাম থাকবে তারা ভাবতেও পারেনি। সোহা সবসময় স্নেহাকে বলত, ‘৪৯০-এর ওপর পাবি।’ একে অপরের পাশে সবসময় থাকে তারা। তাই স্নেহা বলে, নিজের নাম শুনে অতটাও খুশি হইনি, সোহার নামটা শোনার পর খুশি হলাম। ও পাশে না থাকলে তো কিছুই করতে পারতাম না।’

গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(রেজিঃ নং- ৫৮, তাং- ১৯-০৩-১৯৬৩)
গ্রাম- নসিবপুর, পোঃ- নসিবপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক সংখ্যা- ১৩ তাং: ০৭/০৫/২০২৪

এতদ্বারা গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সকল সদস্য /সদস্যা বৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নং ৭৬, তাং ০৫/০৩/২০২৪, এর ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আগামী ০৯/০৬/২০২৪ তারিখ , রবিবার , ডেলিগেট/ প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে। সকল সদস্য /সদস্যা বৃন্দকে উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে । নিম্নে আংশিক নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশ করা হইল ।

---৪৫ জন প্রতিনিধির নির্বাচনী নির্ঘন্ট---

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	নির্বাচন ক্ষেত্র/ জোন
১	প্রতিনিধি নির্বাচন	০৯/০৬/২০২৪	বেলা ১১ টা হইতে বিকাল ৪ টা	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা	জোন-১ ও জোন-২
				গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা	জোন-৩
				ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়	জোন-৪
২	নির্বাচনের ভোট গণনা	০৯/০৬/২০২৪	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা	জোন-১ ও জোন-২
				গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা	জোন-৩
				ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়	জোন-৪
৩	নির্বাচনের ফল প্রকাশ	০৯/০৬/২০২৪	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর	উপরিউক্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহ ও সমিতির মুখ্য কার্যালয়	

দ্রষ্টব্যঃ (১) একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের সদস্য/ভোটার শুধুমাত্র ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটদান করতে পারবেন।
(২) ভোটের দিন পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত সচিত্র পরিচয়পত্রের যে কোন একটি অবশ্যই আনতে হবে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্বাচন এলাকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম ও নং	গ্রামের নাম	মোট সভ্য সংখ্যা	নির্বাচন যোগ্য প্রতিনিধির সংখ্যা	ভোট গ্রহন কেন্দ্র
১	জোন- ১	নসিবপুর, মোল্লাসিমলা	৮৬৪	১৭	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা
২	জোন- ২	রসুলপুর, দুর্গারামপুর, ডাঁসী,	৪৩৬	৯	
৩	জোন- ৩	দিয়াড়া, গোবিন্দপুর, রামচন্দ্রপুর, মহম্মদপুর, পাহালামপুর, আজবনগর, বেড়।	৫৯৫	১২	গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা
৪	জোন- ৪	পুরুষোত্তমপুর, সুন্দরপুর, ভাণ্ডারদহ, দেশাপাড়া।	৩৭০	৭	ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্বা/-
(সৌমেন মিত্র)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটারনিং অফিসার
গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বা/-
(গৌরাঙ্গ চৌধুরী)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটারনিং অফিসার
গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

J.G.Chemicals Limited

Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

Extract of the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 (₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Quarter ended 31-12-2023 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2023 (Audited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)	Year ended 31-03-2023 (Audited)
Revenue from operations	181.36	161.32	194.25	667.69	784.58
Profit before exceptional item and tax	18.15	14.68	16.11	44.90	76.70
Profit before tax	18.15	14.68	16.11	43.10	76.70
Profit after tax	13.60	10.64	11.75	32.11	56.79
Total comprehensive income for the period	17.60	11.35	11.81	36.83	56.89
Paid up Equity Share Capital	39.19	31.72	31.72	39.19	31.72
Total reserves (including non- controlling interests)				366.32	181.81
Earnings per Equity Share (of ₹10 each) – Basic and Diluted (Not Annualised *)	*4.00	*3.22	*3.57	9.60	17.32

Notes :
1.Additional information on Audited Standalone Financial Results is as follows:

Particulars	Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Quarter ended 31-12-2023 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2023 (Audited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)	Year ended 31-03-2023 (Audited)
Revenue from operations	67.15	53.76	83.74	244.65	335.30
Profit before exceptional item and tax	6.42	5.44	5.89	16.21	34.25
Profit before tax	6.42	5.44	5.89	14.40	34.25
Profit after tax	4.87	3.81	4.30	10.79	25.22

2. The Audited Consolidated Financial Results and Audited Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 08th May, 2024. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024, are available on the BSE Limited website (**URL: www.bseindia.com**), the National Stock Exchange of India Limited website (**URL: www.nseindia.com**) and on the Company's website (**URL: www.jgchem.com**).

By order of the Board
For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Anirudh Jhunjhunwala
Managing Director and CEO

Date: 08.05.2024
Place: Kolkata

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ হাওড়া ডিভিসনে ৩ বছরের জন্য **বোলপুর স্টেশন** (কম্পোজিট), **আহমদপুর স্টেশন** (প্ল্যাটফর্ম নং-১), **তারাপীঠ রোড স্টেশন** (সার্কুলেটিং এরিয়ার সন্নিকটে), **লিলুয়া** (বুকিং অফিসের সন্নিকটে), **চন্দননগর স্টেশন** (ব্যান্ডেল প্রান্তে প্ল্যাটফর্ম নং-১-এর সন্নিকটে) ও **আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন-এ সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর** নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আলোচ্য ই-অকশন রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেইট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। বিস্তারিত জানতে ও ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-০৫-২৪-আর। ক্রমিক নং; লট নং/ক্যাটিগরি ও স্টেশনের নাম** নিম্নরূপঃ (১); পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-টিওআই-৫৫-২৩-১ ও বোলপুর (বিএইচপি)। (২); পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-টিওআই-৩৯-২৪-১ ও আহমদপুর (এএমপি)। (৩); পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-টিপিএফ-টিওআই-৪৭-২৪-১ ও তারাপীঠ রোড (টিপিএফ)। (৪); পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-টিওআই-৩২-২৪-১ ও লিলুয়া (এলএলএইচ)। (৫); পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-টিওআই-৩৩-২৪-২ ও চন্দননগর (সিজিআর)। (৬); পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-টিওআই-৪৩-২৩-১ ও আজিমগঞ্জ সিটি (এসিএলই)। **অকশন-এর তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৫.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা (HWH-47/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

মেসার্স শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন অধীন), CIN No. U51909WB1996PTC078810

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্করাপসি কোড অধীনে কর্পোরেট দেনাদারের বিক্রয়
ডাক জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : সোমবার ২৭ মে, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : শুক্রবার ৭ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ই-নিলামের দিন, তারিখ এবং সময় : মঙ্গলবার, ১১ জুন, ২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)
শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় (লিকুইডেটরের অধীনে)
লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর ২৮.০২.২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এর আদেশ নং - IA (IB) No. 1424/KB/2023 CP (IB) No. 991/KB/2019-অধীনে।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম www.eauctions.co.in-এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি পরিমাণ (আইএনআর)	ডাক বর্ধিত পরিমাণ (আইএনআর)
বিকল্প সুবিধা/ ব্লক এ				
বাণিজ্যিক সম্পত্তি, বেসমেন্ট আনুমানিক ৫১০০ বর্গফুট অবস্থিত এ, সূর্য অ্যাপার্টমেন্টস, ১৪/১ এবং ১৪/৭ ম্যাকেঞ্জি লেন, হাওড়া, এসি মার্কেটের নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১	এ	১,৬৮,০০,০০০ টাকা	১৬,৮০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাদি :
১. ব্লক এ-র সমস্ত সম্পদ-এর বিশদ বিবরণ যেকোনো মুলতুবি আইনি মামলা ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হবে।
২. এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ ব্যতীত এবং কোনো দায় ছাড়াই কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরপত্রদাতাকে গ্রহণ এবং/অথবা গ্রহণ না করার এবং প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. সফল দরদাতা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের পুরানো বকেয়া, সোসাইটির পুরানো রক্ষণাবেক্ষণ বিল/সমস্ত প্রযোজ্য কর, শুল্ক/স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করবে।
৪. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। www.eauctions.co.in পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর চিহ্নিত করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রা লি. যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস লিমিটেড-এর মাধ্যমে ই-নিলাম কঠোরভাবে **‘যেখানে যেমন আছে’ ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেমন অবস্থায় আছে’ এবং ‘কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’** পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী www.eauction.co.in-এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিড নথির বিশদ বিবরণ এবং ইএমডি অর্থপ্রদানের বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়েরে মধ্যে নীচে দেওয়া ঠিকানায় নথিতথ্যের বা ইমেলের মাধ্যমে লিকুইডেটরের অফিসে পৌঁছাতে হবে।
৭. কেওয়াইসি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করার জন্য নথিগুলি **সোমবার, ২৭ মে, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)** দাখিল করতে হবে। ইএমডি জমা হওয়া সাপেক্ষে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের যোগ্যতা লিকুইডেটর দ্বারা **শুক্রবার, ৭ জুন, ২০২৪ তারিখে (বিকাল ৫টার পূর্বে)** ঘোষণা করা হবে।
৮. ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/shradhaagencies.ip@gmail.com-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ১১.০৫.২০২৪ থেকে ০৭.০৬.২০২৪ পর্যন্ত সম্পদ/স্থান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে।
৯. ব্লক এ-এর অধীনে উল্লিখিত সম্পদের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **শুক্রবার, ৭ জুন, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)।**
১০. নির্ধারিত সময় এবং সংশোধন উপযুক্ত দরদাতাদের যথা সময়ে জানানো হবে।
১১. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে দেওয়া বিশদ বিবরণে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনীশ জৈন
IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরং কুঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১২
ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/shradhaagencies.ip@gmail.com, মোবাইল নং ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.০৫.২০২৪

সেনকো গোল্ড লিমিটেড

CIN L36911WB1994PLC064637
রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস : ‘‘ডায়মন্ড প্রেস্টিজ’’, ৪১এ, এজেসি বোস রোড, ১১তম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭; ফোন ০৩৩ ৪০২১ ৫০০০/৫০০৪
ইমেল : corporate@sencogold.co.in
ওয়েবসাইট : http://www.sencogoldanddiamonds.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ১০৮ এবং ১১০ ধারা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, সংশোধিত (‘অ্যাক্ট’) অনুসারে দেওয়া হল, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিগুলির বিধি ২০ এবং বিধি ২২ এর সাথে পঠিত , ২০১৪, সংশোধিত (‘পরিচালনা বিধি’), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ, ১৫ জুন ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (‘এমসিএ সার্কুলার’) দ্বারা জারি করা, ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের প্রবিধান ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে (‘সেবি তালিকা প্রবিধান’), সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া (‘‘এসএস-২’’) দ্বারা জারি করা এবং অন্য কোনও প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি এবং প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, আপাতত বলবৎ), ৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, মঙ্গলবার, ৭ মে , ২০২৪ কোম্পানির সেই সদস্যদের, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপিএস) সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ (‘কাট-অফ ডেট’) থেকে অনুমোদনের জন্য শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং (‘ই-ভোটিং’) এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিশেষ রেজোলিউশন অনুমোদনের জন্য :

ক্রম নং	বিবরণাদি
১.	সেবি (শেয়ার ভিত্তিক কর্মচারী বেনিফিট এবং সোয়েট ইক্যুইটি) রেগুলেশন, ২০২১ অনুযায়ী সেনকো গোল্ড লিমিটেড এমপ্লয়িজ স্টক অপশন স্কিম ২০১৮-এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।
২.	সেনকো গোল্ড লিমিটেড এমপ্লয়িজ স্টক অপশন স্কিম ২০১৮-এর সুবিধার সম্প্রসারণ কোম্পানির সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য।

এমসিএ সার্কুলারগুলির বিধান অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন, পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি এবং প্রি-পেইড ব্যবসার উত্তর খাম এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না। যেসব শেয়ারহোল্ডারদের নাম ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ শুক্রবার পর্যন্ত সদস্যদের রেজিস্টারে/উপকারী মালিকদের তালিকায় আছে, তাদের ই-ভোটিং এবং একজন সদস্য/উপকারী মালিকের (ইলেকট্রনিক শেয়ারহোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে) ভোটাধিকারের জন্য বিবেচনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের নিম্নলিখিত বিষয়ে অবগত হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে :

ই-ভোটিং পর্ব শুরু	বৃহস্পতিবার, ৯ মে, ২০২৪, সকাল ৯টায় (আইএসটি)
ই-ভোটিং পর্ব শেষ	শুক্রবার, ৭ জুন, ২০২৪, বিকাল ৫টা (আইএসটি)

যে সদস্যরা তাদের ভোট প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক তাদের এই সময়ের মধ্যে তাদের ভোট দিতে হবে, বিবেচিত হওয়ার জন্য যোগ্য হতে হবে।
যে সকল সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ডিপোজিটরির সাথে ইলেকট্রনিক আকারে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স এ কে লাভ অ্যান্ড কোং-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী অতুল কুমার লাভ (মেম্বারশিপ নং ৪৮৪৮, সিপি নং ৩২৩৮)কে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে ই-ভোটিং, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে।
স্ক্রুটিনাইজার তার রিপোর্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে জমা দেবেন। ফলাফল মঙ্গলবার, ১১ জুন, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ভোটের বৈধতার বিষয়ে যাচাইকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sencogoldanddiamonds.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (‘‘সিডিএসএল’’) www.evotingindia.com-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (‘‘এনএসই’’) এবং বিএসই লিমিটেড (‘‘বিএসই’’), রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর সঙ্গেও সংযুক্ত হবে। উপরন্তু, ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে নোটিশ বোর্ডে লাগানো হবে। লগইনে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা helpdesk.evoting@ cdslindia.com এ অনুরোধ পাঠিয়ে সিডিএসএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮ এবং ২২-২৩০৫৮৫৪২-৪৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সেনকো গোল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
সুরেন্দ্র গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৮ মে, ২০২৪

মমতার সভা মঞ্চে উঠতে না দেওয়ায় কল্যাণ-সহ হরিপালের দাদা বউদিকে তোপ অপরূপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কল্যাণ ব্যানার্জি আরামবাগের মুখ্যমন্ত্রীর সভামঞ্চে উঠতে দেয়নি এমনটাই অভিযোগ করলেন আরামবাগের বিদায়ী সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। যদিও আরামবাগের বিদায়ী সাংসদ অপরূপা পোদ্দার দীর্ঘক্ষণ সভা মঞ্চের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্যামেরা দেখেই মঞ্চর পিছন থেকেই পালিয়ে গেলেন অপরূপা পোদ্দার। আর এতেই তিতিবিরক্ত হয়ে শেষে এলাকা ছেড়েই চলে গেলেন তিনি। যাবার সময়ে বারবার একটা কথাই বলতে বলতে যান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর হরিপালের দাদা বউদি আমাকে ঢুকতে দেয়নি। ওরা দলিত আর সংখ্যালঘুদের সঙ্গে এরকমই করেন। কি আর বলব। আপনারা তো সবই ক্যামেরাবন্দি করেছেন। এই বিষয়ে আরামবাগ লোকসভার দু'বারের বিদায়ী সাংসদ অপরূপা পোদ্দার বলেন, আমি এখনও সাংসদ, দলের দু'বারের সাংসদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ মানুষের আশীর্বাদে সাংসদ হয়েছি। কিন্তু কল্যাণ ব্যানার্জি ও হরিপালের দাদা বউদির দল আমাকে মঞ্চে উঠতে দেয়নি। এরা এই ভাবেই সিডুলকাস্ট, দলিত ও সংখ্যালঘুদের অপমান করেন। এদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, কালীপুর মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ঘটনা ঘটেছে তা হতাশার ফল। মাঠ ভরাতে পারেনি। সাধারণ কর্মীরা যায়নি। অপরূপাকে মঞ্চে উঠতে না দেওয়ার বিষয়টি তৃণমূলের সংস্কৃতি। দেখবেন এক সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সভা মঞ্চে উঠতে দিচ্ছে না অভিষেক ব্যানার্জি। চোর আর কাটমানি নেওয়ার একটা সভা ছিল। খারাপ লাগছে বিদায়ী সাংসদের জন্য। এক সময় তো জোড়ে জোড়ে মমতা ব্যানার্জি বলেছিল। মমতা ব্যানার্জির নির্দেশেই মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে হরিপালের বিধায়ক করবী মান্নার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, দিদির মঞ্চে কে উঠবেন আর কে উঠবেন না সেটা দিদি ঠিক করেন। তাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল।

বুধবার বোলপুরে বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহার সমর্থনে রোড শো করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ বোলপুর সংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে প্রচারে এলেন অভিনেতা দেব। বুধবার সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠ থেকে দেবের রোড শো শুরু হয়।

ভোট বয়কটের পর উত্তেজনা ছড়াল মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে

ভোটকর্মীদের তালাবন্দি করে রাখার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হবিবপুরের ভোট বয়কটের গ্রামে ইডিসি (ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট) ভোট পড়ল মাত্র তিনটি। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই মঙ্গলবার মধ্যরাত পর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে চলে তুমুল গোলমাল। হবিবপুর ব্লকের মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর গ্রামের বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বেহাল রাস্তা পাকা করার দাবি এবং টাঙন নদীর উপর স্থায়ী সেতুর দাবিতে ভোট বয়কট করা হয়েছিল। কিন্তু এদিন ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর গভীর রাতে পুলিশ যথেচ্ছভাবে লাঠিচার্জ করেছে। এমনকী যারা ভোট বয়কোট করেছেন, সেই সব বিক্ষোভকারীদের বাড়িতে ঢুকেও মারধর করা হয়েছে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার রাধাকান্তপুরের শতাধিক মহিলারা আবারো বিক্ষোভে সোচ্চার হন।

যদিও এব্যাপারে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছে, ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রিসাইডিং অফিসার, কর্মীদের ভোটকেন্দ্রে তালা মেরে রেখেছিল একাংশ বিক্ষোভকারীরা। উত্তেজনায় এতটাই ছড়িয়েছিল যে বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারত। তাই পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। কোথাও কোনো রকম লাঠিচার্জ হয়নি। রাধাকান্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২২ নম্বর বুথে তিনজন ইডিসি ভোট দিয়েছেন। এদিকে বুধবার সকাল থেকেই আবারো মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর গ্রামের মহিলারা পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন সংশ্লিষ্ট গ্রামের বিক্ষোভকারী মহিলারা বলেন, গ্রামের বেহাল রাস্তা পাকা করা এবং এলাকার টাঙন নদীতে স্থায়ী সেতুর দাবি নিয়েই বহুবার পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই মঙ্গলবার লোকসভা ভোট হওয়া সত্ত্বেও আমরা ভোট দিতে যাইনি। কিন্তু আমাদের সামনেই বহিরাগত তিনজন মহিলা রাধাকান্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২২ নম্বর বুথে গিয়ে ভোট দেয়। ওরা এই গ্রামের বাসিন্দা নন, তাহলে ভোট দিল কি করে? এই নিয়েই প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। পাশাপাশি এব্যাপারে প্রিসাইডিং অফিসার থেকে প্রশাসনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসনের কর্তারা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পাশাপাশি লাঠিপেটা করেছে। আমরা কাউকে ঘরবন্দি করে রাখিনি। এদিকে বুধবার সকাল থেকেই মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের জগন্নাথপুর, রাধাকান্তপুর, রামকৃষ্ণপুর গ্রামের রাস্তাঘাট রীতিমতো জনশূন্য ছিল। রাতের পুলিশই তাণ্ডবের অভিযোগ তুলেও এদিন গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। এদিন বিক্ষোভকারী মহিলাদের বক্তব্য, গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন হয়নি। একটা রাস্তা পাকা করে দিতে কত দিন সময় লাগে? সেতুর দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রশাসন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। মঙ্গলবার ভোটের দিন শতাধিক গ্রামবাসীরা ভোট বয়কট করে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। এমনকী অধিকাংশ গ্রামবাসীরা ভোটের দিন অরন্ধন পালন করেছিলেন। ভোট দিতে যাইনি বলেই পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীদের নিয়েই লাঠিপেটা করেছে। অনেকজন মহিলা আঘাত পেয়েছেন। এব্যাপারেই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন হবিবপুরের বিডিও অংশুমান দত্তের বদলির দাবিও জানিয়েছেন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২২ নম্বর বুথে প্রায় ১৩০০ ভোটার রয়েছেন। যারা এদিন ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। গ্রামবাসীরা টাঙন নদীর উপর যে ব্রিজের দাবি করেছেন, সেটি তৈরি করতে গেলে ন্যূনতম ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি ওরা যে রাস্তার দাবি করছে, সেটিও হঠাৎ করে হওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য সরকারি কিছু নির্দেশিকা রয়েছে। সে কথাও গ্রামবাসীদের জানানো হয়েছিল। সঠিক সময়ে গ্রামবাসীদের দাবি মতো এই কাজগুলি হবে বলেও জানানো হয়েছিল। বয়কটে সামিল হওয়া বিক্ষোভকারীরা আচমকায় ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার থেকে ভোট কর্মীদের তালাবন্দি করে রাখে। পুলিশ ও কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীদের লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়। তাদেরকে হেনস্তা ও মারধর করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই কড়া পদক্ষেপ নিতে হয়েছে প্রশাসনকে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, গ্রামবাসীদের দাবির বিষয়টি অবশ্যই প্রয়োজনমতো তদারকি করে দেখা হবে। তবে এভাবে ভোটকেন্দ্রে উত্তেজনা ছড়ানো সঠিক কাজ নয়।

শর্মিলা সরকারের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুধবার কালনা এক নম্বর ব্লকের ধাত্রীগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধাত্রীগ্রাম ফুটবল ময়দানে তৃণমূলের প্রার্থী ডাক্তার শর্মিলা সরকারের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে আসেন তারকা প্রার্থী অভিনেতা দেব। এদিন এই নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আরতি খান, কালনা এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল, উপস্থিত ছিলেন দেব প্রসাদ বাগ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও ছিলেন অগণিত দলীয় কর্মী সমর্থক। এদিন দেব সকলকে প্রার্থী ডাক্তার শর্মিলা সরকারকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, ২০১৯ এর নির্বাচনের চেয়ে এইবার ২০২৪ এ তৃণমূল কংগ্রেস আরো ভালো ফল করবে। মানুষের রায় তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই থাকবে।

হিরণ কেশপুরে গন্ডগোলের চেষ্টা করছে : দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটালর বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় কেশপুরে সন্ত্রাস করে ভোটে জিততে চাইছে বলে মারাত্মক অভিযোগ করলেন ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেব। বুধবার কেশপুরে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখোমুখি হন দেব। তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যম হেডলাইন করার জন্য হিরণের প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করছেন। কিন্তু কেশপুরের মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। ঘাটাল লোকসভায় তৃণমূল সরকার যেভাবে উন্নয়ন করেছে, তাতে আমরাই জিতব। বিরোধী প্রার্থী হিরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি যেভাবে হোক ঘাটাল জিততে চাইছে। এ জন্য ছেলেটা পুলিশকেও উল্টোপাল্টা বলে বেরাচ্ছে। বিজেপি প্রার্থী এবং তার দল কেশপুরে একটা কোনও কিছু গন্ডগোল বাঁধিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোটে জেতার চেষ্টা করছে। পুলিশকে আমি এখন থেকে সতর্ক থাকতে বলছি। দশ বছর ধরে যেভাবে কেশপুরকে শান্ত করে রেখেছি, কোনওভাবেই তা নষ্ট করতে দেব না।

কবিগুরুর জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মদিবসটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ। নিজস্ব ভবনে সকাল দশটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী মুরারি মোহন কুমার, প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমবেত রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করা হয়। কবি গুরুর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা, সংগীত ও কবিতা পাঠ হয়, বহু মানুষের উপস্থিতি আজকের অনুষ্ঠান মিলন মেলায় পরিণত হয়। আলোচনাতে অংশ নেন সভাপতি আইনজীবী মুরারি মোহন কুমার, সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলি, অধ্যাপক অভিজিৎ মিত্র, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক সঞ্জীব চক্রবর্তী-সহ সম্পাদক বাচিক শিল্পী অনন্ত মণ্ডল ও অন্যান্যরা।

আরামবাগের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদিকে প্রচারমন্ত্রী ও মিথ্যাবাদী বলে তোপ দাগেন মমতা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: সারা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা কেন্দ্র হল আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র। এই লোকসভা কেন্দ্রকে পাখির চোখ করেছে তৃণমূল ও বিজেপি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগের কালীপুর মাঠে প্রশাসনিক সভা করার পর বুধবার আবারও রাজনৈতিক সমাবেশ করলেন। কেবল মুখ্যমন্ত্রী নয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ওই একই মাঠে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সভা করে গেছেন। আগামী দিনেও তিনি এই লোকসভার পুরশুড়া এলাকায় সভা করবেন বলে জানা যাচ্ছে। এদিন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরামবাগের কালীপুর মাঠে তাঁর সভার আয়োজন করা হয়। আগামী ২০ মে, পঞ্চম দফায় আরামবাগ লোকসভায় ভোটগ্রহণ রয়েছে। মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। তিনি নরেন্দ্র মোদিকে প্রচার মন্ত্রী ও মিথ্যাবাদী বলে তোপ দাগেন। নরেন্দ্র মোদির ভোট প্রচার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আরামবাগে আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, 'ওঁর নাম আমি দিয়েছি প্রচারমন্ত্রী। ঘুম থেকে উঠলে, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সর্বত্র ওঁর ছবি। শুধু নিজের প্রচার করতে ভালোবাসেন। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, দেখলেন তো সন্দেশখালিতে কেমন টাকার খেলা হয়েছে? মা, বোনেদের সম্মান চলে গেলে তা কি টাকা দিয়ে ফেরত আসে? এর বদলা চাই। ভোটের মাধ্যমে সন্দেশখালির বদলা হবে বলে হুঙ্কার দেন তিনি। এমনকী আরামবাগের সভা থেকে মমতা ভুল শুধরে নেওয়ার কথা বলেন, এর আগে কেউ ভুল করে থাকলে, আমরা ভুল শুধরে নিয়েছি। এই কেন্দ্রে আমরা এবার নতুন প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছি। মিতালি প্রান্তিক ঘরের মেয়ে। ওঁকে জেতান। মিতালি বাগদি সম্প্রদায়ের মেয়ে। উচ্চশিক্ষা করেছে। অনেকে বলেন, বাগদি, বাউড়িরা টিকিট পান না। আমরা ওঁকে টিকিট দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছি। বিজেপি চাকরি খেকো বাঘ। ২৬ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি খেয়ে নিল। বেতন ফেরত দিতে বলল। আমি সেদিন থেকে বলেছিলাম, চিন্তা করবেন না। পাশে আছি। এরা মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। এরা মানুষ নয়, দানব। তিনি আরামবাগের বিজেপির প্রার্থীকে চেনেনই না। মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্যদের কাছ থেকে বিজেপি প্রার্থীর নাম জেনে নেন তিনি। তার পরেও জানান, ওই প্রার্থীকে তিনি চেনেন না। সিপিএমের হার্মাদ এখন বিজেপি হয়ে গিয়েছে। টাকা দিয়ে ভোট কিনছে। তিনি বলেন, সিপিএমের হার্মাদেরাই এখন বিজেপির হার্মাদ হয়েছে। গড়বেতা থেকে আরামবাগ পর্যন্ত সিপিএম মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রেখেছিল। মানুষ খুন করে সেখানে ফেলে দিত। আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না। সবমিলিয়ে আরামবাগের সভায় উন্নয়নকেই হাতিয়ার করেছেন মমতা। তাঁর সরকারের আমলে কেন্দ্রের কোথায় কী উন্নতি হয়েছে, সেই খতিয়ান দেন তিনি। আরামবাগ আগে কেমন ছিল, সেই স্মৃতিচারণ করেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি তোপ দাগেন।

উচ্চমাধ্যমিকে আরামবাগ হাইস্কুলের দুই ছাত্রের অনন্য কীর্তি, খুশি স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এবারও সুনাম বজায় রাখল হুগলি জেলার আরামবাগের ছাত্ররা। জেলার প্রথম সারির স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম হল আরামবাগ হাইস্কুল। এই স্কুলের দুই ছাত্র প্রথম দশের মেধা তালিকায় জায়গা করে নেয়। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্র মহম্মদ শাহিদ সপ্তম এবং সোমশুভ্র কর্মকার অষ্টম স্থান অধিকার করে। শাহিদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০। সে সপ্তম স্থান দখল করে। একই স্কুলের ছাত্র সোমশুভ্রের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯। সে অষ্টম। একই স্কুলের দুই কীর্তি সন্তানের সাফল্য খুবই খুশি এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে ওই পরিবারের সকল সদস্য ও আরামবাগ হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। এবছর লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই বুধবার ২০২৪

সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হল। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ৫৮ জন। এর মধ্যে হুগলি থেকে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে ১৩ জন পড়ুয়া। শাহিদ বলে, স্কুলের শিক্ষক থেকে বাড়ির বাবা, মা ও দিদি সকলেই সাহায্য করেছিলেন। টিউশন ছিল না। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চাই। সোমশুভ্র বলে, আমার খুবই ভালো লাগছে। এতটা আশা করিনি। পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করতাম। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা আছে। আমি পড়াশোনা ছাড়াও ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসি। পরীক্ষার সময় বাড়িতে ৯ থেকে ১০ ঘণ্টা পড়াশোনা করতাম। আমাকে বাবা-মা ছাড়াও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা খুবই সাহায্য করেছে, যখনই কোনও সমস্যা নিয়ে গেছি শিক্ষকরা সেটার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। সবমিলিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের বিচারে রাজ্যের মধ্যে আরামবাগের দুই ছাত্র মেধাতালিকায় স্থান দখল করে নেওয়ায় মুখ উজ্জ্বল করল মহকুমাবাসীর।

বুদবুদের নির্বাচনী সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী একহাত নিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: পুরুলিয়ার সভাতে গিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যে ভাষা মুখে আনা যায় না সেই ভাষায় অসম্মান করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারা কম্পার্টমেন্টাল মুখ্যমন্ত্রী বলেন কারণ দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে নন্দীগ্রামে গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে হারিয়ে ব্যাক টু দ্য প্যাভেলিয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছি। মঙ্গলবার রাতে বুদবুদে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে এমনই বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন নাগরিকত্ব দিতে চাইছেন তখন নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদ করছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সরাসরি হিন্দুদের বিরোধিতা করছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গকে আরও একটা দেশ বানাতে চান। এদিন তিনি সভামঞ্চ থেকে বলেন, বালির কারবারই হল তৃণমূলের সবচেয়ে বড় সম্পদ। নদী থেকে বালি তুলে ফাঁক করে দিচ্ছে এই তৃণমূল। বুদবুদ ও আশেপাশের এলাকা থেকে সমস্ত নদী থেকে বালি তোলার ফলে নদীর অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে। এখানকার মাফিয়ারা যাদের বালিঘাটের লিজ শেষ হয়ে গেছে তারাও গাড়ি প্রতি টাকা তুলছে আর পুলিশ পাহারায় ভাইপোর কাছে তুলে দিচ্ছে। মঙ্গলবার বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে আয়োজিত বিজয় সংকল্প যাত্রায় শুভেন্দু অধিকারী সহ উপস্থিত ছিলেন বিজেপির গলসি মণ্ডলের নেতৃত্ব ও জেলার বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সদস্যরা। এদিন দলীয় কর্মীরা শুভেন্দু অধিকারীর হাতে মানকরের ঐতিহ্য সেখানকার বিখ্যাত কদমা উপহার দেন।

বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মদিন। সিউড়িতে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র সদনে এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। গুরুতর আহত এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ পানাগড়ের বিরুডিহার কাছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে সিউড়ি থেকে শিয়ালদাগামী মেমু এক্সপ্রেস পানাগড় স্টেশন ঢোকার মুখে বিরুডিহার কাছে ট্রেনের থেকে পড়ে যান এক ব্যক্তি ও মহিলা। দু'জনের নাম পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশের আধিকারিকরা পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি গুরুতর আহত মহিলাকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়।

রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠ এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম আফরিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুধবার প্রকাশিত হয় উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল। উচ্চমাধ্যমিকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখল মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির শাখা ১। রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠ এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে মেমারির আফরিন মণ্ডল। বিজ্ঞান বিভাগের এই ছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১। আগামী দিনে চিকিৎসক হওয়া স্বপ্ন আফরিনের। মেমারির শোভনা গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবি ছাত্রী আফরিন। প্রাথমিক স্কুল থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রথম স্থান অর্জন করত সে। আফরিন জানিয়েছে দিনে সে আট থেকে দশ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করত। বাবা আজিম মণ্ডল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেস্ট লেকচারার। মা মেমারী পোস্ট অফিসের একজন এজেন্ট। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আফরিন মণ্ডল বলেন, সে মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি গ্রামের মেয়ে। খুব কাছ থেকে দেখেছি মানুষের প্রতিবন্ধকতা। অনেকেই চিকিৎসার অভাবে মারা যান। তাই আগামী দিনে চিকিৎসক হয়ে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। মানুষের মধ্যে চিকিৎসা সম্পর্কে ভুল

ধারণা রয়েছে। আমি চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেই ভুল ধারণা পাল্টে দিতে চাই। আমার এই সাফল্যের পেছনে বাবা-মায়ের অবদান রয়েছে সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকদের অবদান কখনোই অস্বীকার করা যাবে না। তাদের অনুপ্রেরণা এবং প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহ প্রদান আজ আমাকে এই সাফল্যের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মদিনে বোলপুরে প্রচারের আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে সকলকে ভোটদানের আবেদন নিয়ে সারা রাজ্যে প্রচার বাউল শিল্পীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট এবং ভোটারদের ভোটমুখি করতে বিনা পারিশ্রমিকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাউল গানের মাধ্যমে বার্তা দিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার বাসিন্দা স্বপন দত্ত বাউল।

যেখানে নির্বাচন কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশ্বাস দিচ্ছেন সেখানে বিগত তিন দফা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে। এমনকী রাজনৈতিক হিংসার জেরে

বেশ কয়েকজন শিশুর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। স্বপন বাবুর বক্তব্য, গণতান্ত্রিক অধিকার সবাইকে প্রয়োগ করার প্রয়োজন, কিন্তু কিছু রাজনৈতিক হিংসার কারণে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে চান না। হিংসাকে দূরে সরিয়ে রেখে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ যাতে মানুষ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তার এই প্রচার বলে মন্তব্য স্বপন বাবুর।

বুধবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনের সামনে স্বপন দত্ত বাউল সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণকে ভোটের বুথমুখি এবং সন্ত্রাস বিরোধী ভোটের আবেদন করেন।

স্বপনবাবু বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতক। কিন্তু রাজনৈতিক হানাহানি দেখে তিনি নিজেকে পেশাগত জগতে না নিয়ে গিয়ে হানাহানি বন্ধের জন্য বাউল জগতে যোগ দেন। একাধারে তিনি বাউল শিল্পী অন্যদিকে তিনি স্থানীয় খুদেদের গান অঙ্কন এবং তবলার প্রশিক্ষণ দেন। স্বপন বাবুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, প্রত্যেক মানুষকে ভোট সম্পর্কে সচেতন করতে তিনি গৃহস্থ, ধর্ম ত্যাগ করে সমাজ ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া এফআইআর করতে কেন পারে না সিবিআই!

রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ মে: রাজ্যের অনুমতি ছাড়া কি সিবিআই এফআইআর করতে পারে না? দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গভাইয়ের বেঞ্চ। রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর দায়েরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের বক্তব্য, ২০১৮ সালে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দেওয়া 'জেনারেল কনসেন্ট' প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও

একতরফাভাবে মামলা দায়ের করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি, অভিযোগ রাজ্যের।

শুনানি পর্ব চলাকালীন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আবার পাল্টা অভিযোগ তোলেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, তথ্য গোপন ও আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সলিসিটর জেনারেল যুক্তি দেখান, যে মামলায় হাইকোর্ট থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই মামলাও সুপ্রিম কোর্টে নথিভুক্ত করা হয়েছে রাজ্যের তরফে। পাশাপাশি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে করা রাজ্যের এই মামলার আইনি বৈধতা নিয়েও শীর্ষ আদালতে প্রশ্ন তুলেছেন তুষার মেহতা।

সলিসিটর জেনারেল আদালতে যুক্তি দেখান, সিবিআই বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মতো সংস্থাগুলি হল স্বশাসিত সংস্থা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার আইনি বৈধতা নেই। এই যুক্তিতেই সুপ্রিমকোর্টের মামলা খারিজ করা উচিত। দীর্ঘ দিন ধরে শুনানি পর এবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গভাইয়ের বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রাখল।

রাজস্থানে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত একই পরিবারের ৬ সদস্য

জয়পুর, ৮ মে: রাজস্থানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের ৬ জনের। জানা গিয়েছে, হাইওয়ে ধরে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। আচমকাই মাঝরাস্তায় ইউ টার্ন নিতে যায় একটি ট্রাক। সেই সংঘর্ষেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা ৬ যাত্রীর। ভয়াবহ দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শিউরে উঠছেন আমজনতা।

ঘটনাটি ঘটেছে সোয়াই মাধোপুর জেলার বানাস সেতুর কাছে। জানা গিয়েছে, মৃতরা সকলেই সিকর জেলার বাসিন্দা। রণথম্বোরের ত্রিনেত্র গণেশ মন্দিরে যাচ্ছিলেন সকলে। দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে ধরে তাঁদের গাড়ি যাচ্ছিল। আচমকাই নিয়ম ভেঙে মাঝরাস্তায় ইউ টার্ন নেয় একটি ট্রাক। প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকা গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। সজোরে ট্রাকে গিয়ে ধাক্কা মারে যাত্রীবাহী গাড়িটি। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা ৬ জনের। জানা গিয়েছে গাড়িতে ছিলেন মণীশ শর্মা ও তাঁর অনিতা শর্মা। দু-জনেরই মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়। এছাড়াও পরিবারেরই সদস্য সতীশ শর্মা, পুনম, সন্তোষ, কৈলাসও এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। গাড়িতে ছিল মণীশের দুই কন্যা মানান ও দীপালি। গুরুতর আহত হয়েছে দুই খুদে। ইতিমধ্যেই ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে নিয়ম ভেঙে ইউ টার্ন নেওয়ার পরেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছে ট্রাকের চালক।

মর্মান্তিক ঘটনার পরেই শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, শোকার্ত পরিবারকে সমস্ত রকম সহায়তা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারীও শোকপ্রকাশ করেছেন। তবে নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ। সেই দেখে শিউরে উঠছেন আমজনতা।

সংরক্ষণ প্রথা নিয়ে বিতর্কিত পোস্ট

নাড্ডা-মালব্যকে তলব করল কর্নাটক পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ৮ মে: সংরক্ষণ প্রথা নিয়ে বিতর্কিত পোস্টের জেরে বড়সড় অস্বস্তিতে বিজেপি। বুধবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ও আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যকে তলব করেছে কর্নাটক পুলিশ। উল্লেখ্য, নির্বাচন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে একাধিক বিজেপি নেতা সুর চড়িয়েছেন মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে।

দিনকয়েক আগে কর্নাটক বিজেপির এক্স হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার করা হয় একটি কার্টুনের ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তপসিলি জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির বরাদ্দ সংরক্ষণ মুসলিমদের হাতে তুলে দিচ্ছেন রাহুল গান্ধি। শনিবার এই ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পরেই হু হু করে ভাইরাল হয় নেটদুনিয়ায়।

প্রসঙ্গত নির্বাচনের মধ্যেই দলীয় প্রার্থীদের চিঠি লিখে মোদি জানিয়েছিলেন, 'তপসিলি জাতি-উপজাতি এবং ওবিসিদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনাই কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটের রাজনীতি। এটার বিরোধিতা করতে হবে।' কংগ্রেসের শব্দ ধার করে নিয়ে মোদির কটাক্ষ, এটা কোনও সাধারণ নির্বাচন নয়, তপসিলিদের অধিকার রক্ষার নির্বাচন।

বিজেপির এই ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পরেই তোপ দেগেছিল কংগ্রেস। কর্নাটক প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য রমেশ বাবু বলেছিলেন, বিজেপির এই ভিডিও আদর্শ আচরণবিধির পরিপন্থী। তাছাড়াও তপসিলি জাতি-উপজাতি আইনও লঙ্ঘন হয়েছে এই ভিডিওতে। গত রবিবার নাড্ডা-মালব্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশে। অবশেষে বুধবার দুই বিজেপি নেতাকে তলব করা হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে পুলিশের কাছে হাজিরা দিতে হবে তাঁদের। অন্যদিকে, এই বিতর্কিত ভিডিও সরিয়ে দেওয়ার জন্য এক্স হ্যান্ডেলকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

একসঙ্গে অসুস্থ ৩০০ কর্মী, বাতিল এয়ার ইন্ডিয়ার ৮৬ ফ্লাইট

নয়াদিল্লি, ৮ মে: গণ ছুটিতে সবাই। এই অবস্থায় বিমান চালানো নিয়ে চরম সঙ্কটে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। বাধ্য হয়েই বাতিল করে দেওয়া হল ৮৬টি বিমান। এর মধ্যে অন্তর্দেশীয় বিমান যেমন রয়েছে, তেমন আন্তর্জাতিক বিমানও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার প্রায় ৩০০ সিনিয়র কেবিন ক্রু একসঙ্গে ছুটিতে চলে গিয়েছেন। সবাই নিজেদের মোবাইল ফোনও বন্ধ করে দিয়েছেন। এর জেরেই ৮৬টি বিমান বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছে উড়ান সংস্থা।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে, হঠাৎই প্রায় ৩০০ সিনিয়র কেবিন ক্রু ছুটি নিয়েছেন। সকলেই 'সিক লিভ' নিয়েছেন। এর জেরে উড়ান পরিচালনায় ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাধ্য হয়েই ৮৬টি বিমান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, টাটা গ্রুপের মালিকানাধীন এই এয়ারলাইনের কর্মীরা নতুন এমপ্লয়মেন্ট টার্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। প্রতিবাদ দেখাতেই তাঁরা শেষ মুহূর্তে 'সিক লিভ' নিয়েছেন। কাজে আসতে

পারবেন না, এ কথা জানানোর পরই তারা নিজেদের ফোন সুইচ অফ করে দিয়েছেন।

হঠাৎ সবাই ছুটিতে চলে যাওয়ার কারণে গতকাল রাত থেকেই বিমান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের মুখপাত্র বলেছেন, 'আমাদের কেবিন ক্রু-র একাংশ শেষ মুহূর্তে সিক লিভ নেওয়ায় বিমান ওঠানামায় দেরি হচ্ছে। কিছু বিমান বাতিল করে দিতে হয়েছে। আমাদের টিম চেষ্টা করছে যাতে যাত্রীদের সমস্যা যথাসম্ভব হ্রাস করা যায়। হঠাৎ এই সমস্যার জন্য যাত্রীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী আমরা। এই পরিস্থিতি আমাদের পরিষেবাকে প্রতিফলন করে না।' এয়ারলাইন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, যে সমস্ত বিমান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, তার সমস্ত যাত্রীদের টিকিটের দাম রিফান্ড করে দেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, টাটা গ্রুপের সঙ্গে মার্জারের পরই এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ক্রু-রা অসম ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন। অনেক স্টাফের অভিযোগ, ইন্টারভিউ পাশ করার পরও তাদের তুলনামূলকভাবে নীচু পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে। তাদের কমপেনসেশন প্যাকেজও বদলে দেওয়া হয়েছে। নতুন ডিউটি রস্টারে পাইলটদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের সময়ও দেওয়া হচ্ছে না। প্রসঙ্গত, এর আগে টাটা গ্রুপের অধীনস্থ ভিস্তারা এয়ারলাইন্সেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পাইলটরা বিমান ওড়াতে অস্বীকার করেছিলেন।

নাম পরিবর্তন বেআইনি নয়, জানাল বম্বে হাইকোর্ট

মুম্বই, ৮ মে: মহারাষ্ট্রের দুই শহর ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদের নাম পরিবর্তন করা বেআইনি নয়। এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এমনটাই জানাল বম্বে হাইকোর্ট। এই দুই শহরের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল উদ্ধব ঠাকরের সরকারের আমলে। পরে একনাথ শিন্ডে সরকারও সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। ঔরঙ্গাবাদের নাম পরিবর্তন করে হয় ছত্রপতি শম্ভজিনগর এবং ওসমানাবাদের পরিবর্তিত নাম হয় ধারাশিব। শহরের নাম পরিবর্তনের বিরোধিতা করে একাধিক মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে।

সম্প্রতি বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি আরিফ ডক্টরের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদের নাম পরিবর্তন করার যে সিদ্ধান্ত মহারাষ্ট্র সরকার নিয়েছে, তা বেআইনি নয়। আদালতের মন্তব্য, 'আমরা নিঃসঙ্কোচে জানাচ্ছি, শহরের নাম পরিবর্তন করে যে বিজ্ঞপ্তিগুলি মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশ করেছিল, তা বেআইনি নয়। তাতে আইনের কোনও ত্রুটিও নেই।'

উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্রের এমভিএ সরকার ২০২১ সালের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদের নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে ২০২২ সালে শিন্ডে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সরকারও নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত জারি রাখে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু মামলা করা হয়েছিল।

মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, ২০০১ সালে মহারাষ্ট্র সরকার ঔরঙ্গাবাদের নাম পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বাতিল করে দিয়েছিল। পরে ঠাকরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন করেন। অভিযোগ, বেআইনি ভাবে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুই শহরের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী বলেও জানান মামলাকারীরা।

মামলাকারীদের আরও বক্তব্য, ওসমানাবাদের নাম পরিবর্তন করে ধারাশিব রাখলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি হতে পারে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধতে পারে। ১৯৯৮ সালে এক বার ওসমানাবাদের নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। সেই তথ্যও আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল।

শুনানিতে রাজ্যের তরফে বলা হয়, নাম পরিবর্তনের ফলে শহরের কোথাও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়নি। সাম্প্রদায়িক অশান্তিও হয়নি। এমনকী, রাজ্যের তরফে এ-ও বলা হয়, নাম পরিবর্তনের পর ওসমানাবাদের অধিকাংশ মানুষ তা উদ্যাপন করেছিলেন। নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলেও মানতে চায়নি সরকার। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত জানিয়েছে, নাম পরিবর্তন বেআইনি নয়।

আদালতে মুখোমুখি ট্রাম্প-স্টর্মি

ভরা আদালতে তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন পর্নস্টার

ওয়াশিংটন, ৮ মে: তাঁকে দেখলে নাকি নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ত ট্রাম্পের। আলাপের প্রথমদিকে পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে একথাই জানিয়েছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কের আদালতে এমনটাই জানালেন স্টর্মি। সেই সঙ্গেই তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর যৌন অভিসারের। তিনি যখন এই বিষয়ে বিশদে বলছিলেন, সেই সময় ট্রাম্পকে দেখা যায় ঘনঘন মাথা নাড়তে এবং বিড়বিড় করে কটুবাক্য বলতে।

বিচারক জুয়ান মার্চানের সামনে স্টর্মিকে বলতে শোনা যায়, আমি যখ ন বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে এলাম দেখতে পেলাম তিনি আমার বেডরুমে। ওঁর উদ্দেশ্য একদম পরিষ্কার ছিল। উনি অন্তর্বাস পর্যন্ত নামিয়ে রেখে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন বিছানার প্রান্তে। স্টর্মি নিজে সেই সময় কেমন অবস্থায় ছিলেন? তিনি জানাচ্ছেন, আমার জামাকাপড় আর জুতো সবই খোলা ছিল। মনে হয় স্রেফ ব্রা পরা ছিল। ট্রাম্প কি কন্ডোম ব্যবহার করেছিলেন? স্টর্মির উত্তর, না। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এভাবেই তাঁর যৌন অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলস।

স্বাভাবিক ভাবেই সেই সময় বার বার তাঁকে বাধা দিতে থাকেন ট্রাম্পের আইজীবী। ট্রাম্পও অস্বস্তিতে ভুগে বার বার মাথা নাড়ছিলেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্টর্মি যা অভিযোগ করেছেন, তা বার বারই খণ্ডন করেছেন বর্ষীয়ান নেতা। সেই তাঁকে এদিন আদালতে বসে স্টর্মির অভিযোগ বিস্তারে শুনতে হল আদালতে বসেই। স্টর্মির দাবি, ট্রাম্প তাঁকে 'হানিবাঞ্চ' বলে ডাকতেন। ফোনেও এমন সব কথা বলতেন, অনেক সময়ই স্পিকারে রেখে বন্ধুদেরও শোনাতেন স্টর্মি। তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে আগে ট্রাম্প নাকি খবর নিয়েছিলেন, কীভাবে যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে পরীক্ষা করেন স্টর্মি। একমাস অন্তরই পরীক্ষা হয় বলেও তাঁকে জানান পর্নস্টার। এমনকী, ট্রাম্প নাকি স্টর্মিকে বলেছিলেন, তাঁকে দেখলে তাঁর নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে। কেননা স্টর্মিও ট্রাম্প কন্যার মতোই স্মার্ট ও ব্লন্ড। যদিও সব অভিযোগ উড়িয়ে একে 'মিথ্যাচার' বলেই দাবি ট্রাম্পের আইনজীবীদের। কিন্তু বিচারক শুনানি বন্ধের আর্জি উড়িয়ে দেন। তবে এটাও মেনে নেন, সব কিছু বিস্তারে না বললেও চলে।

লেবানন সীমান্তে হামলা হিজবুল্লা বাহিনীর, নিহত ২ ইজরায়েলি সেনা

গাজা, ৮ মে: ইজরায়েলের সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাল ইরানের সমর্থনপুষ্ট লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লা। মঙ্গলবার ভোররাতে লেবানন সীমান্ত দিয়ে উত্তর ইজরায়েলের মেটুলার সেনাঘাঁটিতে ওই ড্রোন হামলা চালায় তারা। ঘটনায় দুই সেনার মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে ইজরায়েলি ফৌজ। জানিয়েছে, ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছেন মাস্টার সার্জেন্ট ড্যান কামকাগি (৩১) এবং মাস্টার সার্জেন্ট নেহমান নাতাল হার্টজ (৩১)। তাঁরা দু'জনই ৫৫১ ব্রিগেডের ৬৫৫১ ব্যাটেলিয়নের সদস্য ছিলেন।

হামলায় এক ইজরায়েলি সেনা আহত হয়েছেন বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

হিজবুল্লা কথার অর্থ 'আল্লার দল'। ইরানের মদতপুষ্ট লেবাননের শিয়া মুসলিমদের এই দল গত বছর গাজা ভূখণ্ডে লড়াই শুরু পর থেকেই ধারাবাহিক ভাবে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েলের উপর। ১৯৮০-র দশকে লেবাননের গৃহযুদ্ধের মধ্যেই হিজবুল্লা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। ১৯৯২ সাল থেকে এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছেন ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতা হাসান নাসরুল্লা।

পঞ্চমবারের জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ পুতিনের

মস্কো, ৮ মে: রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করে ফের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ভ্লাদিমির পুতিন। পঞ্চমবারের জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিলেন তিনি। ফলে আগামী ছয়বছরের জন্য রাশিয়ার ক্ষমতার রাশ তাঁর হাতেই রইল। এই সাফল্যের জন্য দেশের নাগরিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুতিন। সূত্রে খবর, গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্রাসাদে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চিরাচরিত রাজকীয় ভঙ্গিতে লাল কার্পেটে হেঁটে আসেন পুতিন। তার পর তিনি প্রবেশ করেন সেন্ট অ্যান্ড্রুস থ্রোন

হলে। কক্ষটিতে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের আইন প্রণেতারা এবং সাংবিধানিক আদালতের বিচারপতিরা। ছিলেন বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও। তবে অনুষ্ঠানটি বয়কট করে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক দেশ।

এদিন রুশ সংবিধানের বিশেষ অনুলিপিতে হাত রেখে দেশ ও জনগণের সেবা করার শপথ নেন পুতিন। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেন, আমরা সকলে সঙ্গবদ্ধ। আমরা সকলে মিলে আগামিদিনের সব বাধা অতিক্রম করব। আমরা আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করব। এবং একসঙ্গে সমস্ত লড়াইয়ে জয়লাভ করব। শপথের পর রাশিয়ার প্রধান বিচারপতি ভ্যালেরি জরকিন পুতিনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেন।

প্যালেস্তাইনি পোস্টে লাইক করে চাকরি গেল প্রধান শিক্ষিকার

মুম্বই, ৮ মে: গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনার হামলায় প্যালেস্তাইনি নাগরিকদের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্টে 'লাইক' দেওয়ার 'অপরাধে' তাঁকে ইস্তফা দিতে বলেছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ! কিন্তু তাতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত করা হল মুম্বইয়ের সোমাইয়া স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা পরভিন শেখকে!

বিদ্যাবিহার এলাকার ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ বরখাস্তের নোটিসে জানিয়েছেন, পরভিন সমাজমাধ্যমে 'হামাসপন্থী', 'ইসলামপন্থী' এবং 'হিন্দুত্ববিরোধী' লেখার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে স্কুল কর্তৃপক্ষ লিখেছেন, 'পরভিনের ভাবনা আমাদের মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং বিকৃত। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে গভীর ভাবে বিবেচনার পরে তাঁর পরিষেবা আর গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ইজরায়েলি হামলায় গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদ জানানোর ওই পোস্ট সমর্থনের পরেই পরভিনকে তলব করে ইস্তফা দিতে বলেছিলেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত সপ্তাহে ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল জানিয়েছিলেন, তিনি কোনও অপরাধ করেননি। তাই ইস্তফা দেবেন না। তিনি বলেছিলেন, 'আমি গণতান্ত্রিক ভারতের বাসিন্দা। আমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে।' কিন্তু তাঁর সেই যুক্তিতে সায় দিল না সোমাইয়া স্কুল।

যাজককে লক্ষ্য করে গুলি করার চেষ্টা, হেপাজতে অভিযুক্ত

ওয়াশিংটন, ৮ মে: ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন। আর সেই আদেশ পালন করতেই আমেরিকার একটি চার্চে বন্দুক হাতে ঢুকে পড়ে এক যুবক। যাজককে লক্ষ্য করে গুলি করার চেষ্টাও করে সে! কিন্তু গুলি চালাতে ব্যর্থ হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পান সেই যাজক। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন পুলিশ। সূত্রের খবর, এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ার। সেখানকার একটি চার্চে প্রার্থনা চলছিল।

স্টেজে ছিলেন যাজক গ্লেন জার্মানি। তখনই বার্নার্ড জে পোলাইট নামে বছর ছাব্বিশের এক যুবক বন্দুক হাতে ঢোকে। এমনকী ওই যাজকের দিকে তাকিয়ে সে হাসেও। তার পরই যাজক গ্লেনের দিকে বন্দুক তাক করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে বার্নার্ড। তবে কোনও কারণে বন্দুক থেকে গুলি বেরোয়নি। ফলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় ওই যুবকের। এদিকে বন্দুক তাক করতে দেখেই সরে যান যাজক গ্লেনও।

এদিকে, ফের একবার গুলি চালানোর চেষ্টা করলে বার্নার্ডকে ধরে ফেলেন চার্চের লোকজন। পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত বার্নার্ডকে আটকে রাখেন তাঁরা। তার পর তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। জানা গিয়েছে, তদন্তে ওই যুবক পুলিশকে বলেছে, ঈশ্বর নাকি তাকে এই কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। তাই সে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে এই ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ।

খুদেকে পোপ ফ্রান্সিসের আশীর্বাদ।

২০ ওভারের ম্যাচ শেষ ১০ ওভারে!

অভিষেক, হেডদের ঝড়ে উড়ে গেল লখনউ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হায়দরাবাদের মাঠে তাণ্ডব দেখলেন সমর্থকেরা। ১৬৬ রানের লক্ষ্য যে ১০ ওভারের বেশি বাকি থাকতে তাড়া করে জেতা সম্ভব তা, দেখিয়ে দিলেন ট্রেভিস হেড এবং অভিষেক শর্মা। লখনউ সুপার জায়ান্টস যে পিচে ব্যাট করেছিল, হায়দরাবাদ যেন ব্যাট করল অন্য পিচে। অভিষেকদের খেলা দেখে সেটাই মনে হল।

প্রথমে ব্যাট করে ১৬৫ রান তুলেছিল লখনউ। ইনিংস শেষে আয়ুষ বাদোনি বলেছিলেন যে, এই পিচে লড়াই করার জন্য যথেষ্ট রান তুলেছে তাঁর দল। কিন্তু বাদোনিকে ভুল প্রমাণ করে দিলেন অভিষেকেরা। তাঁরা ব্যাট হাতে নামলেন এবং লখনউয়ের বোলিংকে ধ্বংস করে দিলেন।

পাওয়ার প্লে-তেই ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় লখনউ। কুইন্টন ডিকক (২) এবং মার্কাস স্টোইনিস (৩) অল্প রানে আউট হয়ে যান। লোকেশ রাহুল এবং ক্রুণাল পাণ্ড্য একসঙ্গে ৫ ওভার ক্রিজে থাকলেও বড় শট খেলতে পারেননি। রাহুল ৩৩ বলে ২৯ রান করেন। ক্রুণাল ২১ বলে ২৪ রান করেন। ১১.২ ওভারে লখনউ ৬৬ করেছিল। ৪ উইকেট চলে গিয়েছিল তাদের।

সেখান থেকে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় নিয়ে যান নিকোলাস পুরান এবং আয়ুষ বাদোনি। তাঁরা ৯৯ রানের জুটি গড়েন। বাদোনি ২৮ বলে অর্ধশতরান করেন। তাঁর ইনিংস শেষ হয় ৫৫ রানে। পুরান ২৬ বলে ৪৮ রান করেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত মাঠে ছিলেন।

হায়দরাবাদে পিচে বড় রান হচ্ছিল। কিন্তু বুধবার সেটা হল না। পিচ থেকে বোলারেরা যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছেন। ভুবনেশ্বর কুমার ৪ ওভারে ১২ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। বাংলার অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ ২ ওভারে ৯ রান দেন। যদিও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৪ ওভারে ৪৭ রান দিয়ে একটি উইকেট নেন।

লখনউ যে রান তুলতে ২০ ওভার নিয়েছিল, হায়দরাবাদ সেই রান করতে নিল ৯.৪ ওভার। ১০ ওভারের বেশি বাকি রইল। অর্থাৎ দ্বিগুণ রান তোলা সম্ভব ছিল হায়দরাবাদের পক্ষে। হেড বুধবার ১৬ বলে অর্ধশতরান করেন। অভিষেক সেই কাজ করতে নেন ১৯ বল।

অভিষেকেরা যখন ম্যাচ শেষ করেন, তখন ৬২ বল বাকি। অর্থাৎ হায়দরাবাদের অর্ধেক ইনিংস বাকি। এত তাড়াতাড়ি যে ম্যাচ শেষ হওয়া সম্ভব তা ভাবতেই পারেননি রাহুলেরা। ম্যাচ শেষেও তাই লখনউ অধিনায়কের গলায় অবিশ্বাস ছিল স্পষ্ট।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১১ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১২ ম্যাচে ৬টি জয়, ১০ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১২ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১১ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১১ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১২ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১১ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

২০০ ছক্কায় ধোনির রেকর্ড ভাঙার দিনে জরিমানাও গুনলেন সঞ্জু স্যামসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুর্দান্ত ছন্দে আছেন সঞ্জু স্যামসন। এবারের আইপিএলে ব্যাট হাতে ১১ ইনিংসে রান করেছেন তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৭১। সেটাও ১৬৩.৫৪ স্ট্রাইকরেটে। এমন পারফরম্যান্স তাঁকে লোকেশ রাহুলকে টপকে বিশ্বকাপ দল সুযোগ এনে দিয়েছে।

গতকাল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচ হারলেও খেলেছেন ৪৬ বলে ৮৬ রানের ইনিংস। এই ইনিংস খেলার পথে নতুন একটি রেকর্ড গড়েছেন স্যামসন। আইপিএলে তিনি দ্রুততম ২০০ ছক্কার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে।

আইপিএলে স্যামসনের ২০০তম ছক্কাটি এসেছে খলিল আহমেদের বলে। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে নিজের খেলা পঞ্চম বলেই ছক্কা মারেন রাজস্থান অধিনায়ক। এরপর স্যামসন ছক্কা মেরেছেন আরও ৫টি।

মাত্র ১৫৯ ইনিংসে ২০০ ছক্কার মাইলফলক ছুঁয়েছেন স্যামসন, যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম। ধোনির ২০০ ছক্কা মারতে লেগেছিল ১৬৫ ইনিংস। কোহলি ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১৮০ ইনিংসে, যেখানে রোহিত শর্মার লেগেছে ১৮৫ ইনিংস। সুরেশ রায়না ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১৯৩ ইনিংসে।

আইপিএলে বর্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ছক্কা রোহিতের। ভারত অধিনায়ক ২৫০ ইনিংসে ছক্কা মেরেছেন ২৭৬টি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কোহলি ২৪০ ইনিংসে ২৫৮টি ছক্কা মেরেছেন। ধোনির ছক্কা ২৪৮টি, তাঁর লেগেছে ২২৭ ইনিংস।

এমন কীর্তি গড়ার ম্যাচে আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ম্যাচ ফির ৩০ শতাংশ জরিমানা গুনেছেন স্যামসন। তিনি কাল আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। ২৭ বলে ৬০ রান দরকার এমন সমীকরণে স্যামসন শাই হোপের হাতে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দেন।

হোপের পা বাউন্ডারি লাইনে লেগেছে কি না, সেটা নিশ্চিত হতে না পেরে টিভি আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত চান মাঠে থাকা আম্পায়ার। টিভি আম্পায়ারের রায় স্যামসনের বিপক্ষে যায়। তাতেই খেপেছিলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর দল ম্যাচটি হারে ২০ রানে।

এবার নিলামে মারাডোনার ‘হারিয়ে যাওয়া’ গোল্ডেন বল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৮৬। বিশ্বকাপ। ম্যারাডোনা।

আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে সেই বছরই অমরত্ব পেয়ে গিয়েছিলেন ডিয়েগো আমারান্ডো ম্যারাডোনা। দেশকে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার পথে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালের দুটি করে গোল করা সেই ম্যারাডোনাকে বিশ্বকাপে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচন করতে একদমই ভাবতে হয়নি নির্বাচকদের। দলকে বিশ্বকাপ জেতানো ম্যারাডোনা মেক্সিকো থেকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বলও।

ম্যারাডোনার সেই গোল্ডেন বলটি উধাও হয়ে গিয়েছিল ভোজবাজির মতো। অনেক বছর ধরেই কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না সেটির। ‘চুরি’ হয়ে যাওয়া সেই গোল্ডেন বলের হদিস পাওয়ার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন ম্যারাডোনা।

আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মৃত্যুর সাড়ে তিন বছর পর হারিয়ে যাওয়া সেই গোল্ডেন বল হঠাৎ করেই আবার আলোচনায়। সেটিকে যে পাওয়া গেছে! যেভাবে হারিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই হঠাৎ করে আবার হাজির হলো সেই গোল্ডেন বল। ফ্রান্সের এক নিলামকারী প্রতিষ্ঠান আগুত ম্যারাডোনার গোল্ডেন বল ফিরে পাওয়ার ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছে, আগামী মাসে নিলামে উঠবে সেটি।

নিলামকারী প্রতিষ্ঠান আগুতের ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ ফ্রাঁসোয়া থিয়েরি বিবিসি স্পোর্টকে জানিয়েছেন ম্যারাডোনার গোল্ডেন বলের খবর, ‘এটা নিয়ে কত গল্পগাথা ছড়িয়েছে। সোনার লোভে মাফিয়ারা এটিকে গলিয়ে ফেলেছে এমন কত,কী! সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে আমরা পুলিশকে জানিয়েছি এর কথা। (গোল্ডেন) বলটা এক বছর ধরেই আছে আমাদের কাছে। এটি যে সেটিই, তা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে আমরা এটা নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি। যারা এটি বানিয়েছিল, তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি।’

থিয়েরি জানিয়েছেন কীভাবে ম্যারাডোনার গোল্ডেন বল তাঁদের হাতে এসেছে, ‘২০১৬ সালে এক লোক আরও অনেক জিনিসের সঙ্গে এটিও নিয়ে আসেন নিলামে তোলার জন্য। সেই লোকটির জানা ছিল না যে এটি এত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লোক বেশ কটি ট্রফি নিয়ে এসেছিল। এরপর তিনি ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে জানতে এটিই সম্ভবত সেই গোল্ডেন বল। তিনি ম্যারাডোনা ও ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করা চেষ্টা করেছিলেন, কপাল খারাপ, সেটি সম্ভব হয়নি।’

১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি গোল করেছিলেন ম্যারাডোনা। হাত দিয়ে করা প্রথম গোলটি যেমন কুখ্যাত হয়ে আছে, এরপর পাঁচজনকে কাটিয়ে করা দ্বিতীয় গোলটি ঠাঁই পেয়েছে ফুটবলের লোকগাথায়। বিশ্বকাপ ইতিহাসেরই সেরা গোল বিবেচনা করা হয় সেটিকে। সেই ম্যাচে যে জার্সি পরে খেলেছেন ম্যারাডোনা ও সেই ম্যাচের বল এর আগে নিলামে কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে।

আগুতের প্রতিনিধি থিয়েরি মনে করেন, গোল্ডেন বলটাও চড়া দামে বিকোবে, ‘এই ট্রফিটা (গোল্ডেন বল) তাঁর খেলোয়াড়ি সামর্থ্যের চূড়ান্ত প্রতীক। তিনি যে শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড়, সেটিরও। আমার মনে হয়, ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ম্যাচের তাঁর জার্সি ৯ মিলিয়ন পাউন্ডে এবং সেই ম্যাচের বল ২ মিলিয়ন পাউন্ডে বিক্রি হয়েছে। আশা করছি, এটির দামও কয়েক মিলিয়ন উঠবে।’

ভারতের বিশ্বকাপের দল নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হেরে যায় রাজস্থান রয়্যালস। সেই ম্যাচে বেশি রান করতে পারেননি যশস্বী জয়সওয়াল। এ বারের আইপিএলে তেমন ফর্মে নেই তিনি। দিল্লির বিরুদ্ধে রান না পাওয়ার পরেই তাঁর সমালোচনা করেন মহম্মদ শামি।

এক দিনের বিশ্বকাপে ২৪ উইকেট নেওয়া শামি মনে করেন যশস্বী ঠিক ফর্মে নেই। বাংলার পেসার বলেন, যশস্বী খুব তাড়াহুড়ো করছে। প্রথম বলটা চার মারল। পরের বলেই আউট হয়ে গেল। কেন জানি না ও এত তাড়াহুড়ো করে শট খেলছে। এত আগ্রাসী শট খেলার প্রয়োজন ছিল না।

শামি এ বারে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন না। তাঁর চোট রয়েছে। শামি বলেন, কিছু দিন আগেই শতরান করেছে। এমন নয় যে ও রান পাচ্ছে না। বল ঠিক মতো ব্যাটে আসছে। ও উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসছে।

দিল্লির বিরুদ্ধে পুল শট মারতে

গিয়ে আউট হয়ে যান যশস্বী। বড় রান তাড়া করতে গিয়ে শুরুতেই উইকেট হারিয়ে ফেলে রাজস্থান। যশস্বীর টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আকাশ চোপড়া। তিনি বলেন, বাঁহাতি পেসারের বলে উইকেট দিল যশস্বী। শর্ট বলের বিরুদ্ধে এই ভাবে বার বার আউট হচ্ছে ও।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু ২ জুন থেকে। যশস্বী রয়েছেন ১৫ জনের দলে। তাঁর সঙ্গে রোহিত শর্মা ওপেন করবেন। যশস্বী রান না পেলে সমস্যায় পড়বে ভারত।

সূর্যের ডিএনএ পরীক্ষার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শতরান করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে জিতিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। তার পরেই সূর্যের ডিএনএ পরীক্ষার দাবি জানালেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন ক্রিকেটার ওয়েন পার্নেল। কেন এই দাবি করলেন তিনি?

নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পার্নেল লেখেন, সূর্যের কি কখনও ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছে? এই ক্রিকেটার সবার থেকে আলাদা। সত্যিই আলাদা। সঙ্গে এলিয়েনের একটি ইমোজি দিয়েছেন পার্নেল। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সূর্য এই দুনিয়ার নন। বাইরের দুনিয়া থেকে এসেছেন।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১৭৪ রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় ৩১ রানে ৩ উইকেট পড়ে গিয়েছিল মুম্বইয়ের। সেখান থেকে ১৪৩ রানের জুটি গড়েন সূর্য ও তিলক বর্মা। তার মধ্যে ৫১ বলে ১০২ রান করে অপরাজিত থাকেন সূর্য। তিনি এমন কিছু শট খেলেছেন যা দেখে অবাক ক্রিকেট দুনিয়া। তার মধ্যে অন্যতম উইকেটের পিছনে খেলা।

গোল করতে না পেরে দায়টা নিজের কাঁধে নিচ্ছেন এমবাপ্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দল জিতলে কৃতিত্ব পান কিলিয়ান এমবাপ্পে। হারলে দায়টাও নিতে হয়। গতকাল বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছে পিএসজি। এই হারে দুই লেগ মিলিয়ে ২-০ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে তারা। এমন হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন এমবাপ্পে। ফরাসি এই তারকা বলেছেন, তিনি দলের জন্য যথেষ্ট কিছু করতে পারেননি।

প্রথম লেগে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ গোলে হারের পরও ফাইনালে ওঠার আশা করেছিল লুইস এনরিকের দল। তবে গতকাল ঘরের মাঠে সেই গোল শোধ করা তো হলোই না, উল্টো আরও একটা গোল হজম করে পিএসজি। পিএসজি গোল শোধের সুযোগ পেয়েছিল বেশ কয়েকবার। তবে সেই সুযোগ তারা কাজে লাগাতে পারেননি। সহজ সুযোগ মিস করেছেন এমবাপ্পেও।

সে কারণেই হয়তো ম্যাচ শেষে এমবাপ্পে বলেছেন, ‘নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে দলকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যথেষ্ট করতে পারিনি। যখন প্রতিপক্ষ বক্সের ভেতরে কার্যকরী কিছু করার কথা উঠবে, আমার কথাই আসবে, আমিই সে লোক যার গোল করা উচিত, ম্যাচে পার্থক্য গড়া উচিত। যখন সবকিছু ভালো থাকে, সব আলো আমার ওপরই থাকে, যখন দিন খারাপ যায় দায়টাও আপনার আপনাকে নিতে হবে। এটা কোনো সমস্যা নয়।’

পিএসজির শট গতকাল পোস্টেই লেগেছে চারবার। এনরিকের দল গতকাল বল দখলে রেখেছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। তবে এরপরও জয়টা সেই ডর্টমুন্ডের। এমবাপ্পে এখানে ভাগ্যের কোনো দোষ দেখেন না।

এই স্ট্রাইকারের মতে, জয়ের জন্য যথেষ্ট কিছু করতে পারেনি পিএসজি, ‘জানি না, তারা আমাদের চেয়ে ভালো ছিল কি না। তাদের হেয় করার দরকার নেই। আমার মতে, বক্সে তারা আমাদের চেয়ে ভালো ছিল। তারা এক-দুবার বক্সে এসেছে, গোল করেছে। আমরা ওদের পাশে অনেকবারই গিয়েছি, তবে গোল করতে পারিনি। এটাই সত্য। দুর্ভাগা নাকি, সে বিষয়ে কথা বলতে আমি পছন্দ করি না। সবকিছু ভালো থাকলে পোস্টে লাগে না, গোল হয়ে যায়। আমরা আজ যথেষ্ট ছিলাম না, বিশেষ করে আক্রমণভাগে খেলা ফুটবলাররা।’

এমবাপ্পে যোগ করে বলেছেন, ‘আজ (গতকাল) রাতে প্রথম যার গোল করা উচিত ছিল, সেটি আমি। এটাই জীবন, আমাকে ও দলকে সবকিছু ভুলে এগিয়ে যেতে হবে।’

এমন হারে পিএসজি কোচ লুইন এনরিকে ডর্টমুন্ডকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না দুই লেগের কোনোটিতেই ম্যাচেই আমরা ওদের চেয়ে বাজে ছিলাম। তবে ফলটাই সব। তাদের অভিনন্দন জানাই, ফাইনালের জন্য শুভকামনা। আমাদের কথা যদি বলি, এত বড় ধাক্কা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে।’

দুই লেগ মিলিয়ে ২-০ গোলে জিতে ১১ বছর পর আবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ডর্টমুন্ড। সর্বশেষ ২০১২-১৩ মৌসুমে ফাইনাল খেলেছিল তারা। সেবার ফাইনালে ডর্টমুন্ড ২-১ গোলে হেরেছিল স্বদেশি ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। এবারও ফাইনালে বায়ার্নের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ডর্টমুন্ডের।

মেসি ইফেক্ট মায়ামির এ বছরের সম্ভাব্য আয় ২০ কোটি ডলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বপ্নের মতো সময় পার করছে ইন্টার মায়ামি। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে মাঠ ও মাঠের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে ক্লাবটি। গত বছরের জুনে লিওনেল মেসির আগমনের ঘোষণার পরই শুরু হয় ইন্টার মায়ামির বদলে যাওয়া। ‘মেসি-ম্যানিয়া’ কেবল শুধু মায়ামিকেই নয়, বদলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল,জগৎকেও।

দর্শকদের আগ্রহ বাড়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও এখন শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবগুলো। তবে সবচেয়ে বেশি লাভ হচ্ছে মেসির ক্লাব মায়ামির। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি কীভাবে ইন্টার মায়ামির ফুটবল-বাণিজ্যের চিত্র বদলে দিয়েছে, তা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন ক্লাবটির জেনারেল ডিরেক্টর হাভিয়ের আসেনসি। তিনি জানিয়েছেন, মেসির আগমন ক্লাবের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং চলতি বছর ক্লাবটি প্রায় ২০ কোটি ডলারের ‘টার্নওভার’ (আয়) করবে।

আসেনসি বলেছেন, ‘মেসি আসার পর আমাদের প্রত্যাশিত আয় ৬ কোটি ডলার থেকে বেড়ে এখন ১২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ১৩ কোটি ডলারে পৌঁছে গেছে। এ বছর আশা করি আমরা ২০ কোটি

ডলারের বেশি আয় করতে পারব।’

মেসির আসার পর দর্শকদের পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহের কেন্দ্রেও এখন মায়ামি। এরই মধ্যে অ্যাপল, অ্যাডিডাস, হেনিক্যান, রয়্যাল ক্যারিবিয়ানসহ বেশ কিছু বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করেছে ক্লাবটি। সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ভিসাও যুক্ত হয়েছে মায়ামির সঙ্গে। আসেনসি বলেছেন, ‘আমরা সেই অংশীদারদের খুঁজছি, যারা আমাদের অন্য আরেকটি স্তরে নিয়ে যাবে।

যেখানে নিশ্চিতভাবে রয়্যাল ক্যারিবিয়ান এবং জেপি মরগান চেজের মতো প্রতিষ্ঠানও আছে।’

মেসির আসার পর ফোর্ট লডারডেল এমএলএসের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছে বলেও জানিয়েছেন আসেনসি। ব্যাপারটিকে তিনি মেসির মতো তারকার শক্তি হিসেবেই দেখছেন। এ ছাড়া মেসির আগমনের পর মায়ামির টিকিট বিক্রি, মার্চেন্ডাইজিংসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এসেছে।

শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, আয়ে ইন্টার মায়ামি এখন ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোকেও টেক্কা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আসেনসিও, ‘আমি বার্সেলোনায় ১১ বছর ছিলাম। আমি সেখানে প্রধান বাণিজ্যিক অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। লিও (মেসি) যখন খেলোয়াড় হিসেবে ছিল, তখনো আমি সেখানে ছিলাম। ইন্টার মায়ামি প্রাক্ ,মৌসুম সফরে যে আয় করেছে, তা পেশাদার ফুটবল ক্লাব যে আয় করে, তার চেয়ে বেশি।

এখানে বেশ কিছু নির্ণায়ক আছে। যেমন ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো একই সময়ে সফর করে, যেটা হচ্ছে গ্রীষ্মে। আমরা সেটা করতে পারি জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে, যখন অন্যরা করতে পারে না। লিও নিশ্চিতভাবেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। মেসি না থাকলে আমরা এখন যে আলাপ করছি, তারও কোনো অস্তিত্ব থাকত না।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**